একাদশ অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিমাই পণ্ডিতের বিদ্যা-বিলাস, অদ্বৈতসভায় মুকুন্দের কৃষ্ণকীর্তন, মুকুন্দের সহিত নিমাইর রঙ্গ, নদীয়ার বহির্মুখ অবস্থা, ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমন, অদ্বৈতপ্রভুর সহিত পুরীর মিলন, গৌরগৃহে তাঁহার ভিক্ষা ও কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ, গদাধর পণ্ডিতকে স্ব-কৃত 'কৃষ্ণলীলামৃত'-গ্রন্থ অধ্যাপন এবং নিমাইর সেই গ্রন্থ সমালোচনা-প্রসঙ্গ, পুরীর সহিত কৃষ্ণকথা-রঙ্গ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

সরস্বতী-পতি শ্রীগৌরচন্দ্র অধ্যয়ন-রসে প্রমত্ত থাকিয়া সহস্র ছাত্রের সহিত নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেন। একমাত্র গঙ্গাদাস-পণ্ডিত ব্যতীত নবদ্বীপে এমন কোন পণ্ডিত ছিলেন না,---যিনি নিমাই পণ্ডিতের ব্যাখ্যা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন। প্রাকৃত-লোকগণ স্ব স্ব-প্রাকৃত চিত্তবৃত্তি অনুসারে নিমাই পণ্ডিতকে নানারূপে দর্শন করিতেন। পাষণ্ডিগণ তাঁহাকে সাক্ষাৎ যমস্বরূপ, প্রকৃতিগণ মদনস্বরূপ, পণ্ডিতগণ বৃহস্পতি-স্বরূপে অনুভব করিতেন। এদিকে বৈষ্ণবগণ 'কবে প্রভু বিষ্ণুভক্তিহীন জগতে বিষ্ণুভক্তি প্রকটিত করিবেন'----সেই আশাপথ সর্বদা নীরিক্ষণ করিতেন। অনেকেই বিদ্যা-চর্চার প্রধানকেন্দ্র নবদ্বীপে বিদ্যার্জনের জন্য গমন করিতেন। চট্টগ্রাম-নিবাসী অনেক বৈষ্ণব তৎকালে গঙ্গা-বাস ও অধ্যয়নের জন্য নবদ্বীপে আসিয়া থাকিতেন। অপরাহ্ণে ভাগবতগণ সকলেই শ্রীঅদ্বৈত-সভায় আসিয়া মিলিতেন। শ্রীঅদ্বৈত-সভায় সর্ব-বৈষ্ণব-প্রিয় মুকুন্দের হরি-কীর্তনে বৈষ্ণবগণ হৃদয়ে অতি আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রভুও তজ্জন্য মুকুন্দের প্রতি অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। মুকুন্দকে দেখিলেই নিমাই ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে উহা লইয়া প্রেমের দ্বন্দ্ব চলিত। শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিলেই নিমাই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন। নিমাইর ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে সকলেই তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিতেন। কৃষ্ণেতর-কথায় বিরক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত অন্য কিছুই শুনিতে ভালবাসিতেন না, আর নিমাইও ন্যায়ের ফাঁকি ব্যতীত তাঁহাদিগকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেন না।

একদিন নিমাই পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত রাজপথ দিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় মুকুন্দ নিমাইকে দেখিবা-মাত্রই তাঁহার দৃষ্টিপথের অন্তরালবর্তী হইবার চেষ্টা করিলেন। অনুগামী দ্বাররক্ষক ভৃত্য গোবিন্দকে মুকুন্দের তাদৃশ আচরণের কারণ-বর্ণন ছলে প্রভু নিজের ও ভক্তের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন,---"আমি কৃষ্ণভক্তির কথা অদ্যাপি প্রকাশ করিতেছি না বলিয়া মুকুন্দ আমার নিকট হইতে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু অধিক দিন পারিবে না; আমি জগতে এমন শুদ্ধভক্তি বা বৈষ্ণবতা প্রকট করিব যে, অজ-ভব পর্যন্ত আমার দ্বারে আসিয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইবে।"

অতঃপর গ্রন্থকার তাৎকালিক নবদ্বীপ নগরের ভগবদ্-বৈমুখ্যরূপ দুরবস্থা বর্ণন করিতেছেন। ভক্তগণ সর্বদা কৃষ্ণকীর্তন-রসেই প্রমত্ত থাকিলেও নদীয়ার লোকগুলি এত কৃষ্ণবহির্মুখ ও ধন-পুত্রাদি-ভোগ্যবিষয়-রসে এতদূর প্রমত্ত ছিল যে, ভক্তগণের কৃষ্ণকীর্তন শুনিলেই উহারা তাঁহাদিগকে, বিশেষতঃ শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে বিদ্রূপ ও পরিহাস করিত। পাপী পাষণ্ডিগণের এইসকল নিন্দোক্তি শুনিয়া বৈষ্ণবগণ অন্তরে মহাদুঃখ অনুভব করিতেন

এবং কতদিনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগতে উদিত হইয়া তাঁহাদের এই কীর্তন-দুর্ভিক্ষ দূর করিবেন,---ইহাই সকল সময় ভাবিতেন। বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতের নিকট পাষণ্ডিগণের নিন্দা ও দ্বেষোক্তি বর্ণন করিলে, আচার্য-প্রভু তচ্ছ্রবণে 'অচিরেই নবদ্বীপে ভক্তচিত্তনন্দন কৃষ্ণকে প্রকট করাইব' বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেন। শ্রীঅদ্বৈতের বাক্যে বৈষ্ণবগণের দুঃখ দূর হইত।

এদিকে নিমাই অধ্যয়নসুখে মগ্ন থাকিয়া শচীমাতার আনন্দ বর্ধন করিতেছিলেন, এমন সময়, একদিন অতি-অলক্ষিতবেশে শ্রীঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অদ্বৈত-মন্দিরে গিয়া উঠিলেন। অদ্বৈতাচার্য ঈশ্বরপুরীর অপূর্ব তেজ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে পারিলেন। মুকুন্দ অদ্বৈত-সভায় একটি কৃষ্ণসঙ্গীত কীর্তন করিলে ঈশ্বরপুরীর শুদ্ধসত্ত্ব-হৃদয়ে স্বাভাবিক গভীর কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পরে সকলেই এই প্রেমিক সন্ন্যাসীকে ঈশ্বরপুরী বলিয়া জানিতে পারিলেন। একদিন শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যাপনা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়, দৈবাৎ পথিমধ্যে ঈশ্বরপুরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল; জগদ্গুরু প্রভুও ভৃত্যকে দর্শন করিয়া নমস্কার-লীলা দ্বারা ভক্ত-মর্যাদা প্রদর্শন করিলেন। ঈশ্বরপুরী নিমাইর অপূর্ব কান্তি-দর্শনে তাঁহার পরিচয় এবং অধ্যাপিত শাস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নিমাই ঈশ্বরপুরীর সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া তাঁহাকে স্ব-গৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণপূর্বক মহাসমাদরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। শচীদেবী কৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া ঈশ্বরপুরীকে ভিক্ষা করাইলে ঈশ্বরপুরী নিমাইর সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে প্রেমে বিহ্বল হইলেন। ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ আচার্যের গৃহে কয়েক মাস অবস্থান করিয়াছিলেন; নিমাইও প্রত্যহ তথায় ঈশ্বরপুরীকে দেখিতে যাইতেন। শিশুকাল হইতে পরম-বিরক্ত গদাধর পণ্ডিতের প্রেম-দর্শনে ঈশ্বরপুরী তৎপ্রতি প্রীতিবশে স্ব-কৃত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-গ্রন্থ তাঁহাকে পড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনান্তে নিমাই ঈশ্বরপুরীকে নমস্কার করিবার জন্য গমন করিতেন। একদিন ঈশ্বরপুরী নিমাই পণ্ডিতকে স্ব-কৃত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-গ্রন্থের দোষ-প্রদর্শনার্থ অনুরোধ এবং তৎকৃত নির্দেশানুসারে নিজ-গ্রন্থের দোষ-সংশোধনার্থ অঙ্গীকার করিলে, প্রভু তচ্ছ্রবণে জড়পাণ্ডিত্যকে ধিক্কার দিয়া এই অমূল্য অমৃতপ্রদ-বাক্য কহিলেন,---'এই গ্রন্থখানি একে পুরীপাদের ন্যায় শুদ্ধভক্তের রচিত, তাহাতে আবার কৃষ্ণকথাময়; সুতরাং ইহাতে যে ব্যক্তি দোষ দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই অপরাধী। ভক্তের কবিত্ব যে-কোনরূপ হউক না কেন, তাহাতেই কৃষ্ণ সর্বদা পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সংশয়ই নাই। ভক্তের বাক্যে ব্যাকরণাদি-ঘটিত কোনপ্রকার ভ্রম-দোষ ভাবগ্রাহী ভক্তিবশ ভগবান্ গ্রহণ করেন না। ভক্তের বাক্যে যে ব্যক্তি দোষ দর্শন করে, তাহারই মহা-দোষ জানিতে হইবে। এমন কোন দুঃসাহসী নাই যে, পুরীপাদের ন্যায় শুদ্ধভক্তের ভগবৎকথা-বর্ণনে দোষ ধরিতে সমর্থ।' কিন্তু ঈশ্বরপুরী নিমাইকে স্বীয় গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনার্থ প্রত্যহই পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতেন। এইভাবে ঈশ্বরপুরী নিমাইর সহিত প্রত্যহ দুই-চারি-দণ্ডকাল নানাবিধ বিচার করিতেন। একদিন ঈশ্বরপুরীর কোন শ্লোক শুনিয়া নিমাইপণ্ডিত রঙ্গচ্ছলে কহিলেন যে, সেই শ্লোক-স্থিত ধাতুটি 'পরস্মৈপদী' হইবে, 'আত্মনেপদী' হইবে না। পরে অন্য একদিন নিমাই আসিয়া উপস্থিত হইলে ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে কহিলেন,---'তুমি যে ধাতুটি আত্মনেপদী বলিয়া স্বীকার কর নাই, আমি কিন্তু উহাকে আত্মনেপদীরূপেই সাধিয়াছি।' প্রভুও ভৃত্যের জয়-প্রদর্শন ও মহিমা-বর্ণনের নিমিত্ত তাহাতে আর কোন দোষারোপ করিলেন না। এইরূপ কিছুকাল নিমাইর সঙ্গে ঈশ্বরপুরী বিদ্যারস-রঙ্গে কালযাপন করিয়া পুনরায় ভারতের তীর্থসমূহ তীর্থীভূত করিবার জন্য নবদ্বীপ হইতে অন্যত্র বিজয় করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র।
বাল্যলীলায় শ্রীবিদ্যাবিলাসের কেন্দ্র।।১।।

গৌরের গূঢ় বিদ্যা-বিলাস—

এইমতে গুপ্তভাবে আছে দ্বিজরাজ।
অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কাজ।।২।।

গৌর-রূপ-বর্ণন—

জিনিয়া কন্দর্পকোটি রূপ মনোহর।
প্রতি-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর।।৩।।
আজানুলম্বিত ভুজ, কমল-নয়ন।
অধরে তাম্বুল, দিব্য বাস-পরিধান।।৪।।

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বিদ্যাবিলাসের কেন্দ্র,—যথার্থ দর্শনের বা জ্ঞানের অভাবই 'অবিদ্যা'। অপূর্ণবস্তুবিষয়ক জ্ঞান-লাভ-বৃত্তির ভূমিকাকে কেহ কেহ 'বিদ্যা' বলিয়া অভিহিত করিলেও পূর্ণবস্তু ভগবজ্-জ্ঞানেই বিদ্যার অবস্থান। ভগবজ্জ্ঞানের পরমাত্মত্ব ও ব্রহ্মত্ব বিদ্যাবিলাসের অন্তর্গত হইলেও ভগবজ্জ্ঞান তারতম্য-পর্যায়ে এতদুভয়ের স্থান আংশিক ও অসম্পূর্ণ। সাধারণ-মানবের বিভিন্ন অবস্থায় প্রারম্ভিক শিক্ষা-কাল 'বাল্য'-নামে অভিহিত। এইকালে শ্রীগৌরসুন্দরের লীলায় আমরা যে বিদ্যাবিলাসের অভিনয় দেখিতে পাই, তাহা পরমার্থজগতে বালজনোচিত। অক্ষজজ্ঞানের দাতৃ-গ্রহীতৃসূত্রেই শব্দশাস্ত্রের মুখ্যস্বরূপ ব্যাকরণাদি বালশাস্ত্রের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই বালশাস্ত্রের সাহায্যে শব্দব্রহ্ম বিষয়ক বিদ্যায় প্রবেশ ও তদুপলব্ধি ঘটে। মানবীয় গবেষণোত্থ ভাষাসমূহ ভগবজ্জ্ঞানের উদ্দেশক হইলেও ঐগুলি প্রকৃত ভগবজ্জ্ঞানের নির্দেশক নহে। শ্রীগৌরসুন্দরের বাল্যলীলায় যে বিদ্যাবিলাস সাধারণ লোকে লক্ষ্য করিয়াছিল তাহাতে তাঁহারা পরবিদ্যার কোন আভাসই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌরসুন্দর সেইকালে আপনাকে গোপন করায় অনেকেরই সকল-পর-বিদ্যার অধিনায়করূপে তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ হয় নাই। বাহ্যজগতের বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সেবকসূত্রে অবস্থিত হওয়ায় শ্রীগৌরসুন্দরের ব্যাকরণ-অধ্যয়ন বা শব্দ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা জীবের মঙ্গল উৎপত্তি না করিলেও বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তি-শব্দাভ্যন্তরে তিনিই অন্তর্যামি-বাচ্যরূপে অবস্থিত ছিলেন।।১।।

অধরে তাম্বূল, শ্রীগৌরসুন্দরের কোটিকন্দর্প-বিজয়ি-অপূর্ব সৌন্দর্য এবং অদ্বিতীয় আঙ্গিক জ্যোতিঃ, আজানুলম্বিত বাহু, পদ্মনেত্র, উৎকৃষ্ট বসন এবং ওষ্ঠে বিলাস-সহচর তাম্বূল দর্শন করিয়া, কদর্য জড়-দেহবিশিষ্ট, ক্ষুদ্র-হস্ত, কর্কশ-নেত্র, বিলাস-ব্যসনাকাঙ্ক্ষা ইন্দ্রিয়তর্পণরত মায়াবদ্ধ জীবসমূহ শ্রীগৌরসুন্দরকে তাহাদিগেরই ন্যায় জড়শরীরধারী ও জড়-বিলাস-ব্যসন-ক্রীড়া-পরায়ণ জ্ঞান করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার অসামান্য সর্বোৎকর্ষ মৎসর-স্বভাব জীবগণের হৃদয়ে শ্বশৃগালভক্ষ্য দেহের ও কুবিচার-নিষ্ঠ মনের হেয়ত্ব বুঝিবার সৌভাগ্য উদয় করাইলেই তাহাদের মাৎসর্য ও ভোক্তৃবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া বিষ্ণুতত্ত্বকেই সর্ববস্তুর একমাত্র কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি ঘটিবে। শ্রীগৌরসুন্দর অসংখ্য তাম্বূলাদি বিলাস-সহচর গ্রহণ করিয়াও সমগ্র জীবকুলের নিত্য-মঙ্গলের জন্য নিখিল-সম্ভোগের একমাত্র 'বিষয়' শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যাবতীয় বিলাস-পোষক দ্রব্যাদি নিযুক্ত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছিলেন অর্থাৎ মায়াবশযোগ্য জীবগণ পরস্পরের প্রতি সেব্যবুদ্ধিতে তুচ্ছ জড়বিলাসাদির ভোক্তৃসূত্রে তদনুবর্তী হইলে তাহাদের যে অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী এবং ভগবানের সেবা বা ভোগার্থই যে ঐসকল বিলাস সেবার উপকরণনিচয় নিত্যকাল নির্দিষ্ট, তাহা জানাইয়াছিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ লীলাপ্রদর্শন সংযত সাধককুলের দ্রষ্টব্য ও লক্ষীতব্য বিষয় হইলেও নিত্যকাল মৎসর ও অনভিজ্ঞ-দর্শকগণের মূর্খতার পারিতোষিকস্বরূপ বঞ্চনা-মাত্র। সংযমাকাঙ্ক্ষা মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ প্রাপঞ্চিক বস্তু হইতে পৃথগ্ বা বিবিক্ত থাকিবার মানসে আপনাদিগের যেরূপ নিবৃত্ত জীবন প্রদর্শন করেন, শ্রীগৌরসুন্দর ভগবত্তত্ত্বের পরমোচ্চ-শিখরে অবস্থিত থাকায় তাঁহার বৈরাগ্যলীলা-প্রদর্শন—মুমুক্ষু বদ্ধজীবের ন্যায় কৃষ্ণভক্তীতর চেষ্টা-বশে প্রাপঞ্চিক বিষয়-সঙ্কট হইতে আত্মরক্ষার উপায় নহে; পরন্তু ভগবচ্চরিত্রে ও ভগবদ্বিগ্রহে তাদৃশী লীলার অনুষ্ঠান যে আদৌ হেয় বা দোষাবহ নহে, বরং অতিশয় উপাদেয়,—এই মহা-সত্য পরম-সৌভাগ্যবান্ জনগণকেই বুঝিবার শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন।।৩-৪।।

বহু ছাত্র-বেষ্টিত কৌতুকপ্রিয় নিমাই পণ্ডিত—

সর্বদায় পরিহাস-মূর্তি বিদ্যাবলে।
সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে, যবে প্রভু চলে।।৫।।

গ্রন্থরূপিণী-বাণী-নাথ ভগবান্ বিশ্বম্ভর—

সর্ব-নবদ্বীপে ভ্রমে' ত্রিভুবনপতি।
পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী।।৬।।

নিমাই পণ্ডিতের কঠিন ব্যাখ্যা বুঝিতে সকলেরই অসামর্থ্য—

নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম।
যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান।।৭।।

একমাত্র স্বীয় অধ্যাপক গঙ্গাদাস পণ্ডিত-সহ গ্রন্থালোচনা—

সবে এক গঙ্গাদাস মহা-ভাগ্যবান্।
যা'র ঠাঞি প্রভু করে' বিদ্যার আদান।।৮।।

বিভিন্ন অবৈষ্ণব দ্রষ্টার অস্মিতায় আত্মার চিদ্বৃত্তি শুদ্ধ-সেবার উন্মেষ-রাহিত্যে বা জাড্য-নিবন্ধন একই অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতে স্ব-স্ব-গৌণরসে (রসাভাসে) জড় দর্শন-বৈচিত্র্য—

সকল 'সংসারী' দেখি' বোলে,—"ধন্য ধন্য।
এ নন্দন যাহার, তাহার কোন্ দৈন্য?"৯।।
যতেক 'প্রকৃতি' দেখে মদনসমান।
'পাষণ্ডী' দেখয়ে যেন যম বিদ্যমান।।১০।।
'পণ্ডিত' সকল দেখে যেন বৃহস্পতি।
এইমত দেখে সবে, যা'র যেন মতি।।১১।।

বিশ্বম্ভরের বিদ্যাবিলাসে বৈষ্ণবগণের দুঃখ ও ক্ষোভ—

দেখি' বিশ্বম্ভর-রূপ সকল বৈষ্ণব।
হরিষ-বিষাদ হই' মনে ভাবে' সব।।১২।।

নিমাইর অলৌকিক-রূপের সহিত কৃষ্ণভজন-সৌন্দর্যের অস্ফুট প্রকাশ-দর্শনে ভক্তগণের নৈরাশ্য—

"হেন দিব্য-শরীরে না হয় কৃষ্ণ-রস।
কি করিবে বিদ্যায়, হইলে কালবশ?"১৩।।

নিরঙ্কুশ-লীলেচ্ছাময় প্রভুর যোগমায়া-বশ ভক্তগণের তদৈশ্বর্যানুপলব্ধি—

মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায়।
দেখিয়াও তবু কেহ দেখিতে না পায়।।১৪।।

সাক্ষাদ্দর্শন-সত্ত্বেও প্রভুকে ব্যর্থ-বিদ্যা-মোহিত-জ্ঞানে ভক্তগণের তিরস্কার—

সাক্ষাতেও প্রভু দেখি' কেহ কেহ বোলে।
"কি-কার্যে গোঙাও কাল তুমি বিদ্যা-ভোলে?"১৫।।

ভক্তবাক্যে ভগবানের সস্মিত দৈন্যোক্তি—

শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্যে।
প্রভু বোলে,—"তোমরা শিখাও মোর ভাগ্যে।।"১৬।।

প্রভুর গূঢ়বিদ্যা-বিলাস অভক্তের সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য—

হেনমতে প্রভু গোঙায়েন বিদ্যারসে।
সেবক চিনিতে নারে, অন্য জন কিসে? ১৭।।

নিজ-প্রভু গৌর-নারায়ণের করে অর্থাৎ শ্রীহস্তে গ্রন্থরূপে মহা-লক্ষ্মী নারায়ণী বাগ্‌দেবী সর্বক্ষণ বিরাজমানা থাকিয়া প্রভুর 'বাচস্পতি'-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন।।৬।।

জগতে পুরুষবর্গ—ভোক্তা; ভোগায়তন স্ত্রীবর্গ—প্রকৃতি, অর্থাৎ স্ত্রীগণ—পুরুষ-ভোগ্যা এবং পুরুষগণ—স্ত্রী-ভোগ্য। ভোক্তা ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা ভোগ্যসমূহকে ভোগ করেন। পুরুষ ও প্রকৃতি, উভয়েই স্ব-স্ব-জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়দ্বারা বিষয় ভোগ করে। গৌরসুন্দর-সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, সুতরাং সকল সৌন্দর্যের অধিষ্ঠান কোটি-মদনাধিক। শ্রীগৌরসুন্দর কখনও প্রাকৃত স্ত্রীগণের ভোগ্যবস্তু নহেন, এইজন্য গৌরনাগরীবাদের উপাস্যবস্তু হইতে পারেন না। জীবের স্বরূপানুভূতিতেই গৌরসুন্দরের মদনমোহন-মূর্তি স্ফূর্তি লাভ করে। বদ্ধজীবের স্ত্রী-বুদ্ধিতে গৌরসুন্দরের প্রতি ভোগ্য-বিচার উপস্থিত হইলেও গৌরহরি তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করেন না। জগতে সেব্য-সেবক-ভাব অবস্থিত। জীবের ভগবৎসেবকাভিমানের পরিবর্তে জড়-সেব্যাভিমান তাহার স্বরূপ-ধর্ম ভক্তির অন্তরায়। শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং জীবকুলকে স্বীয় সেবকাভিমানের উজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জীবের বদ্ধবুদ্ধি হইতে সেব্যভাব অপসারিত করিয়াছেন। তজ্জন্য গৌরহরির অনুগত জনগণ তাঁহাকে 'নাগর' বলিয়া কল্পনা করিতে সমর্থ হন না। ভগবান্ গৌরসুন্দর স্বীয় লীলায় কোন প্রাকৃত-বিকারের বশবর্তিতা প্রদর্শন করেন নাই। কিন্তু কেহ যদি মহা-দুর্ভাগ্য-বশতঃ নিজের সিদ্ধ 'আশ্রয়'-সেবকাভিমান-বিচার-বিস্মৃত হইয়া আপনাকে সেব্য 'বিষয়' বিগ্রহরূপে মনে করেন, তাহা হইলেও পরমকরুণ শ্রীগৌরসুন্দর বদ্ধজীবের তাদৃশী দুষ্প্রবৃত্তি দূর করিয়া তাহার গৌর-কৃষ্ণ-সেবকাভিমান উদয় করাইয়া থাকেন।।১০।।

ভারতের নানা প্রদেশ হইতে পাঠার্থিগণের নবদ্বীপে আগমন—

চতুর্দিক্ হইতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যা-রস পায়।।১৮।।

চট্টগ্রাম-নিবাসী বৈষ্ণবগণের শাস্ত্রপাঠার্থ গঙ্গাতটে নবদ্বীপে অবস্থান—

চাটিগ্রাম-নিবাসীও অনেকে তথায়।
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায়।।১৯।।

সকলেই প্রভুর লীলা-সহায় পার্ষদ—

সবেই জন্মিয়াছেন প্রভুর আজ্ঞায়।
সবেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্বথায়।।২০।।

দৈনিক অধ্যয়নানন্তর সকলের একত্র কৃষ্ণানুশীলন—

অন্যোঽন্যে মিলি' সবে পড়িয়া শুনিয়া।
করেন গোবিন্দ-চর্চা নিভৃতে বসিয়া।।২১।।

ভক্তপ্রিয় গায়কবর চট্টগ্রামবাসী মুকুন্দ—

সর্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত।
মুকুন্দের গানে দ্রবে' সকল মহান্ত।২২।।

অপরাহ্ণে নবদ্বীপস্থিত বৈষ্ণবগণের অদ্বৈত-ভবনে সম্মিলন—

বিকাল হইলে আসি' ভাগবতগণ।
অদ্বৈত-সভায় সবে হয়েন মিলন।।২৩।।

মুকুন্দের কৃষ্ণকীর্তন-শ্রবণমাত্র ভক্তগণের সাত্ত্বিকবিকার-চেষ্টা—

যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত।
হেন নাহি জানি, কেবা পড়ে কোন্ ভিত?২৪।।

মহাভাগবতগণের বিবিধ লোকবাহ্য আঙ্গিক চেষ্টা—

কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নৃত্য করে।
গড়াগড়ি' যায় কেহ বস্ত্র না সম্বরে।।২৫।।
হুঙ্কার করয়ে কেহ মাল্‌সাট্ মারে।
কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পা'য়ে ধরে।।২৬।।

কৃষ্ণকীর্তনানন্দে ভক্তগণের দুঃখান্তর-বিস্মৃতি—

এইমত উঠয়ে পরমানন্দ-সুখ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ।।২৭।।

মুকুন্দকে দর্শনমাত্র নিমাইর তৎপরাজয়-সাধনোদ্দেশে অবরোধন—

প্রভুও মুকুন্দ-প্রতি বড় সুখী মনে।
দেখিলেই মুকুন্দেরে ধরেন আপনে।।২৮।।

নিমাই ও মুকুন্দের শাস্ত্র-বিবাদ—

প্রভু জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, বাখানে মুকুন্দ।
প্রভু, বোলে,—"কিছু নহে", আর লাগে দ্বন্দ্ব।।২৯।।

আরোহবাদীর বিদ্যা-লাভ—মৃত্যুকালের পূর্ব-পর্যন্ত। জীবদ্দশায় অধিকৃত বিদ্যা জীবিতোত্তরকালে ফলপ্রদ হয় না। গৌরসুন্দরকে বৃহস্পতিসদৃশ পণ্ডিত-দর্শনে, মদনসদৃশ রূপবান্-দর্শনে সাধারণ লোকের মনে এই বিচার উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাদৃশ অলৌকিক সৌন্দর্য ও অসামান্য পাণ্ডিত্য—জীবদ্দশা-পর্যন্তই স্থায়ী অর্থাৎ অনিত্য; কিন্তু বস্তুতঃ নিত্যবিচারেই কৃষ্ণরস অবস্থিত। গৌরসুন্দরে নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র স্বেচ্ছালীলাময় কৃষ্ণস্বরূপের পরিবর্তে কার্ষ্ণ-বৈভব পরিদৃষ্ট হইলেই ভক্তগণের বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। ভগবান্ শ্রীগৌরহরি যে সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণস্বরূপ, তাহা তৎকালে বৈষ্ণবগণও লীলাময়ের ইচ্ছা-বশে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। লীলাকল্লোলবারিধি শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ার প্রভাবে বৈষ্ণবদিগকে গৌর স্বরূপের স্বয়ংভগবত্তা-প্রদর্শনদ্বারা স্বীয় প্রচ্ছন্নলীলা-প্রকাশের সুযোগ অথবা হৃদয়ে কোন অনুভূতি প্রদান না করায়, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহার নিজ-স্বরূপ (স্বয়ং ভগবত্তা) দর্শন করেন নাই বা অবগত হন নাই। সাধারণ মায়াবদ্ধজীবের ত' প্রচ্ছন্নলীলাময় ভগবানের দর্শনযোগ্যতাই ছিল না।।১৩-১৪।।

ভগবানের প্রচ্ছন্নলীলার সহায়তা-নিমিত্ত ভগবদিচ্ছাবশে বৈষ্ণবগণ বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত অনভিজ্ঞ জনগণের অভিনয় করিয়া প্রভুকে ভগবৎসেবা-পরায়ণ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরোক্ষ-ব্যতীত সাক্ষাদ্ভাবেও তাঁহারা প্রভুকে বলিতেন যে, বৃথা পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মত্ত না থাকিয়া নিমাইর হরিভজন করাই শ্রেয়ঃ।।১৫।।

প্রভু তদুত্তরে তাঁহাদিগকে বলিতেন,—'আমার বিশেষ সৌভাগ্য যে, তোমরা আমাকে হরিপরায়ণ হইবার জন্য উপদেশ দিতেছ।।"১৬।।

নিমাইর সহিত মুকুন্দের কক্ষা-দান—

মুকুন্দ পণ্ডিত বড়, প্রভুর প্রভাবে।
পক্ষ-প্রতিপক্ষ করি' প্রভু-সনে লাগে।।৩০।।

কূট ছল-তর্ক উত্থাপনপূর্বক নিজ ভক্তগণের পরাজয়-সাধন—

এইমত প্রভু নিজ-সেবক চিনিঞা।
জিজ্ঞাসেন ফাঁকি, সবে যায়েন হারিয়া।।৩১।।

শ্রীবাসাদি ভক্তগণের নিমাই পৃষ্ট কূট ছল তর্ককে প্রজল্প-জ্ঞানে স্থানত্যাগ—

শ্রীবাসাদি দেখিলেও ফাঁকি জিজ্ঞাসেন।
মিথ্যা-বাক্য-ব্যয়-ভয়ে সবে পলায়েন।।৩২।।

কৃষ্ণরসমগ্ন ভক্তগণের ভক্তি-ব্যাখ্যাতেই অনুরাগ, কৃষ্ণেতর-রসে বিরাগ—

সহজে বিরক্ত সবে শ্রীকৃষ্ণের রসে।
কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিনু আর কিছু নাহি বাসে'।।৩৩।।

ভক্তগণকে দর্শনমাত্র নিমাইর কূট-তর্কোত্থাপন, তাঁহাদের উত্তরদানে অশক্তি-দর্শনে বিদ্রূপোক্তি—

দেখিলেই প্রভু মাত্র ফাঁকি সে জিজ্ঞাসে।
প্রবোধিতে নারে কেহ, শেষে উপহাসে'।।৩৪।।

নিমাইর কূট তর্কের উত্তরপ্রদান-ভয়ে ভক্তগণের দূরে দূরে অবস্থান—

যদি কেহ দেখে,—প্রভু আইসেন দূরে।
সবে পলায়েন ফাঁকি-জিজ্ঞাসার ডরে।।৩৫।।

ভক্তগণের কৃষ্ণকথায় উল্লাস, কিন্তু নিমাইর কূটতর্কে উল্লাস-প্রকাশ—

কৃষ্ণ-কথা শুনিতেই সবে ভালবাসে।
ফাঁকি বিনু প্রভু কৃষ্ণ-কথা না জিজ্ঞাসে।।৩৬।।

নিমাই-মুকুন্দ-সংবাদ-বর্ণন; পাণ্ডিত্য-গর্বভরে বহু ছাত্র-বেষ্টিত নিমাইর রাজপথে ভ্রমণ—

রাজপথ দিয়া প্রভু আইসেন একদিন।
পড়ুয়ার সঙ্গে মহা-ঔদ্ধত্যের চিন।।৩৭।।

গঙ্গাস্নানার্থী মুকুন্দের নিমাই-সন্দর্শনে দূরে প্রস্থান—

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা-স্নান করিবারে।
প্রভু দেখি' আড়ে পলাইলা কথো-দূরে।।৩৮।।

স্বীয় দ্বাররক্ষক ভৃত্য গোবিন্দ-সমীপে মুকুন্দের পলায়ন-কারণ-জিজ্ঞাসা—

দেখি' প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে।
"এ বেটা আমারে দেখি' পলাইল কেনে?"৩৯।।

তদ্বিষয়ে গোবিন্দের স্বীয়-অজ্ঞতা-জ্ঞাপন—

গোবিন্দ বোলেন,—"আমি না জানি, পণ্ডিত!
আর কোন-কার্যে বা চলিল কোন্-ভিত।।"৪০।।

নিমাইর তৎকারণ-বর্ণন—

প্রভু বোলে,—"জানিলাঙ, যে লাগি' পলায়।
বহির্মুখ-সম্ভাষা করিতে না যুয়ায়।।৪১।।
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি, বৃত্তি, টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র।।৪২।।

প্রভুর নিত্য-পার্ষদগণও তদীয় প্রচ্ছন্নলীলার সহায়তার নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছায় তাঁহার মহিমা না জানিয়া অনভিজ্ঞের ন্যায় অভিনয় করিয়াছিলেন। যখন প্রভুর নিত্য-পার্ষদগণই তাঁহাকে দেখিয়া চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই, তখন কর্মবুদ্ধিনিপুণ সাধারণ প্রাকৃত জনগণ তাঁহাকে কি-প্রকারে জানিতে পারিবে?১৭।।

সুদূর চট্টগ্রামের অধিবাসিগণও বিদ্যার্থী হইয়া গঙ্গাতীরে নবদ্বীপে বাস করিতেছিলেন।।১৯।।

গৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে তৎকালে সকল ভক্তই প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া জাগতিক বস্তু হইতে সর্বতোভাবে উদাসীন হইয়া কৃষ্ণ-ভজনে নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন।।২০।।

শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বৈষ্ণবগণ তৎকালে কৃষ্ণভজনে উৎসাহ না পাইয়া নির্জনে কৃষ্ণের অনুশীলন করিতেছিলেন। যেখানে ভগবান্ বা ভগবৎপ্রিয় পার্ষদের সাক্ষাৎ আবির্ভাব বা অভিব্যক্তি নাই, সেখানে 'নির্জন-ভজন'ই প্রশস্ত; নতুবা শ্রীভগবান্ ও ভক্তের আনুগত্যেই হরিকীর্তন বিধেয়।।২১।।

বিষয় রস হইতে পৃথক্ হইয়া যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহাদিগকে 'মহান্ত' বলা যায়। মুকুন্দের হরিলীলা-কীর্তন শ্রবণে এতাদৃশ মহজ্জনগণের হৃদয় আর্দ্র হইত।।২২।।

আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা' দেখি করে পলায়ন।।''৪৩।।

মুকুন্দের নিন্দাচ্ছলে স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপ-ব্যাখ্যান—

সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দেরে।
ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে।।৪৪।।

মুকুন্দের উদ্দেশ্যে নিমাইর ভৎর্সনা—

প্রভু বোলে,—''আরে বেটা কতদিন থাক?
পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক?''৪৫।।

স্বীয় ভাবীলীলা বিষয়ে প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী; বিদ্যানুশীলনানন্তর উত্তরকালে নিজভজন-মুদ্রা-প্রদর্শনাঙ্গীকার—

হাসি' বোলে প্রভু—''আগে পড়ো কতদিন।
তবে সে দেখিবা মোর বৈষ্ণবের চিন।।৪৬।।

শিব-বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত কৃষ্ণভজনাভিজ্ঞতা প্রদর্শনাঙ্গীকার—

এইমত বৈষ্ণব মুই হইমু সংসারে।
অজ-ভব আসিবেক আমার দুয়ারে।।৪৭।।

ভবিষ্যতে অভূতপূর্ব কৃষ্ণভজন-খ্যাতি-লাভ—

শুন, ভাই সব, এই আমার বচন।
বৈষ্ণব হইমু মুই সর্ব-বিলক্ষণ।।৪৮।।

নিমাইর কূটতর্ক-ভীত ভক্তগণেরও ভবিষ্যতে তদ্‌যশোগুণ-কীর্তন-সম্ভাবনা—

আমারে দেখিয়া এবে যে-সব পলায়।
তাহারাও যেন মোর গুণ-কীর্তি গায়।।''৪৯।।

ছাত্রগণ-বেষ্টিত হইয়া স্ব-গৃহে আগমন—

এতেক বলিয়া প্রভু চলিলা হাসিতে।
ঘরে গেলা নিজ-শিষ্যগণের সহিতে।।৫০।।

বিশ্বম্ভরের কৃপা-বলেই তন্মাহাত্ম্যাবগতি-সামর্থ্য—

এইমত রঙ্গ করে বিশ্বম্ভর-রায়।
কে তা'নে জানিতে পারে, যদি না জানায়? ৫১।।

তৎকালীন নদীয়ার কৃষ্ণেতর-বিষয়রস-মত্তাবস্থা—

হেনমতে ভক্তগণ নদীয়ায় বৈসে।
সকল নদীয়া মত্ত ধন-পুত্র-রসে।।৫২।।

দিবসের কার্য সমাপন করিয়া অপরাহ্নকালে ভক্তগণ শ্রীমায়াপুরে অদ্বৈত-ভবনে আচার্যপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইতেন। শ্রীগৌরসুন্দর তৎকালে ভক্তগণের আশ্রয়স্বরূপে বিরাজমান থাকিবার লীলা প্রকাশ না করায়, অদ্বৈতপ্রভুই সকল- বৈষ্ণবের আশ্রয়স্থল ছিলেন।।২৩।।

মুকুন্দের কৃষ্ণগীত-শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ প্রেমোন্মত্ত হইয়া নানা-দিকে নানা-স্থানে ভূতলে পতিত হইতেন।।২৪।।

বস্ত্র না সম্বরে,---নিজ-নিজ-দেহের যথাস্থানে আবরণ বস্ত্র রক্ষা করিতে অসমর্থ হইতেন।।২৫।।

প্রভু মুকুন্দকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিলে মুকুন্দ তাহার যে উত্তর প্রদান করিতেন, প্রভু তৎক্ষণাৎ উহা উড়াইয়া দিতেন; ফলে, উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইত।।২৯।।

প্রভুর কৃপায় মুকুন্দের পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। বাদ প্রতিবাদ-দ্বারা মুকুন্দ প্রভুর সহিত তর্ক-সমরে প্রবৃত্ত হইতেন।।৩০।।

শ্রীবাসাদি ভক্তগণ নিমাইর ফাঁকি-জিজ্ঞাসারূপ মিথ্যাবাক্যব্যয়ের আশঙ্কায় তাঁহাকে তাদৃশ অবসর না দিবার জন্য তাঁহার সম্মুখীন না হইয়া পলায়ন করিতেন। বিচার-শাস্ত্রে ভক্তগণের যথেষ্ট অধিকার থাকিলেও শুষ্ক তর্কের অপ্রতিষ্ঠানহেতু তাঁহারা অচিন্ত্য-বিষয়ে তর্ক যোজনা করিতে অগ্রসর হইতেন না।।৩২।।

অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের রসিক ভক্তগণ কৃষ্ণেতর সকল বস্তুতেই স্বাভাবিক বৈরাগ্যবিশিষ্ট। সকল-বস্তুতে কৃষ্ণসম্বন্ধ দর্শন তাঁহাদের একমাত্র প্রীতিকর ব্রত। কৃষ্ণরসের প্রয়োজনীয়তা প্রতীত হওয়ায় তদিতর রসমূহ তাঁহাদের দৃষ্টিতে 'বৃথা' বলিয়া নিরূপিত হইত।।৩৩।।

নিমাইর সহিত যখনই কোনও ভক্তের সাক্ষাৎকার হইত, তখনই নিমাই তাঁহাকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতেন। ভক্তগণ সেই সকল ফাঁকি জিজ্ঞাসার উত্তর-প্রদান-দ্বারা নিমাইকে নিরস্ত করিতে পারিতেন না; সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি অবশেষে নিমাইর উপহাসেই পর্যবসিত হইত।।৩৪।।

ভগবদ্ভক্তগণের হরিকীর্তন-শ্রবণে বহির্মুখ-বিষয়ী পাষণ্ডিগণের বিদ্রূপোক্তি—

শুনিলেই কীর্তন, করয়ে পরিহাস।
কেহ বোলে,—"সব পেট পুষিবার আশ।।"৫৩।।

শুষ্ক জ্ঞানচর্চা ছাড়িয়া শুদ্ধভক্তগণের কৃষ্ণনাম-নর্তন-কীর্তনে পাষণ্ডিগণের আপত্তি—

কেহ বোলে,—"জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।
উদ্ধতের প্রায় নৃত্য,—এ কোন্ ব্যভার?"৫৪।।

ভারবাহী ভাগবতপাঠকাভিমানী পাষণ্ডীর শুদ্ধভক্ত-কৃত কৃষ্ণোৎকীর্তন-নর্তনাদির অভিধেয়ত্বে অনভিজ্ঞতা—

কেহ বোলে,—"কত বা পড়িলুঁ ভাগবত।
নাচিব কাঁদিব,—হেন না দেখিলুঁ পথ।।৫৫।।

মহাভাগবত শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের উচ্চ-হরিকীর্তনে পাষণ্ডিগণের নিদ্রা-ব্যাঘাত—

শ্রীবাসপণ্ডিত-চারি ভাইর লাগিয়া।
নিদ্রা নাহি যাই, ভাই, ভোজন করিয়া।।৫৬।।

পাষণ্ডিগণের উচ্চ-হরিকীর্তন-নর্তন-বিরোধ—

ধীরে ধীরে 'কৃষ্ণ' বলিলে কি পুণ্য নহে?
নাচিলে, গাইলে, ডাক ছাড়িলে, কি হয়ে?"৫৭।।

বৈষ্ণব-দর্শনমাত্র পাষণ্ডিগণের কুবাক্য-প্রয়োগ—

এইমত যত পাপ-পাষণ্ডীর গণ।
দেখিলেই বৈষ্ণবেরে, করে কু-কথন।।৫৮।।

পাষণ্ডিগণের কটূক্তিতে ভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে দুঃখ-নিবেদন ও তদীয় অবতরণ-প্রার্থনা—

শুনিয়া বৈষ্ণব সব মহাদুঃখ পায়।
'কৃষ্ণ' বলি' সবেই কাঁদেন ঊর্ধ্বরায়।।৫৯।।
"কতদিনে এ-সব দুঃখের হবে নাশ।
জগতেরে, কৃষ্ণচন্দ্র, করহ প্রকাশ।।"৬০।।

বৈষ্ণবপতি অদ্বৈতাচার্য-সমীপে বৈষ্ণবগণের দুঃখ-নিবেদন—

সকল বৈষ্ণব মিলি' অদ্বৈতের স্থানে।
পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে।।৬১।।

ভগবদ্ভক্তগণ তুচ্ছ পার্থিব যুক্তিতর্কের ফক্কিকায় বৃথা সময়-ক্ষেপাশঙ্কায় নিমাইর সম্মুখীন হইতেন না। তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়া পলায়িত থাকিয়া দূরে দূরে অবস্থান করিতেন।।৩৫।।

ভক্তগণ কৃষ্ণকথা শুনিতেই ভালবাসিতেন, কিন্তু প্রভু ভক্তগণের মধ্যে গুপ্ত বা লুক্কায়িত থাকিবার উদ্দেশেই কৃষ্ণ কথা ব্যতীত ইতরকথা-দ্বারা তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়া স্বীয় প্রচ্ছন্ন অবতারিত্ব সংরক্ষণ করিতেন।।৩৬।।

বিদ্যার্থীর সহিত বাক্যযুদ্ধে নিমাই স্বীয় প্রগল্‌ভতার বা ঔদ্ধত্যের নিদর্শন প্রকাশ করিতেন।।৩৭।।

গোবিন্দ,—ইনি তথা-কথিত 'গোবিন্দ কর্মকার' নহেন। প্রভুর তৎকালীন সঙ্গী দ্বারপাল ভৃত্য।।৩৯-৪০।।

কৃষ্ণেতর বিষয়ে বাক্যালাপই বহির্মুখ আলাপ। বদ্ধজীব স্ব-স্ব-মানসিক-চেষ্টাদ্বারা বাহ্যবস্তুসমূহকে স্বীয় ভোগপরতায় নিযুক্ত করে। তৎকালে বদ্ধজীব বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া কৃষ্ণকথা ভুলিয়া ভগবানের বহিরঙ্গাশক্তি-বিষয়ক বাক্যে কাল যাপন করে। যাঁহাদিগের আত্মবৃত্তির উন্মেষ হয়, তাঁহারা হরিসেবাপর বাক্যাদিতেই নিযুক্ত থাকেন। ফলতঃ জীবের কখনই হরিকথা ব্যতীত অন্য কথায় কালক্ষেপ কর্তব্য নহে।।৪১।।

বৈষ্ণবের শাস্ত্র,—বাদরায়ণ সূত্রের মুখ্যভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত,—"শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্‌বৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্"; বিষ্ণু পুরাণ পদ্মপুরাণাদি সাত্বত-পুরাণ-ষটক্, বিংশতি ধর্ম শাস্ত্রের মধ্যে হারীতাদি সাত্বতস্মৃতিসমূহ, গোপাল-তাপনী ও নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি শ্রুতিশাস্ত্র, মহাভারত ও মূল রামায়ণ প্রভৃতি ঐতিহ্য-গ্রন্থ, নারদ-হয়শীর্ষ-প্রহ্লাদ প্রভৃতি সাত্বত পঞ্চরাত্রসমূহ এবং ভাগবত-মহাজন-লিখিত প্রকরণ গ্রন্থাদি।।৪২।।

শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় তৎকালে কোন কৃষ্ণগুণ-কীর্তন প্রকাশিত না থাকায় ভক্তগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে চলিয়া যাইতেন।।৪৩।।

অন্তরে সন্তুষ্ট হইয়া বাহিরে মুকুন্দকে ভর্ৎসনা করিবার ছলনায় স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ হরিকথার অনুমোদনকারী হইলেন। রামভক্তগণ যেরূপ রাধাকৃষ্ণের নমোল্লেখের পরিবর্তে সীতারাম-নামেরই উল্লেখ করেন, কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ বাহ্য

পাষণ্ডিগণের বৈষ্ণববিদ্বেষ-শ্রবণে অদ্বৈতপ্রভুর ক্রোধভরে আশ্বাস-দান ও ভবিষ্যদ্বাণী—

শুনিয়া অদ্বৈত হয় রুদ্র-অবতার।
"সংহারিমু সব" বলি' করয়ে হুঙ্কার।।৬২।।

গৌর-নারায়ণের অবতরণ বর্ণনপূর্বক আশ্বাস-বাণী—

"আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর।
দেখিবা কি হয় এই নদীয়া-ভিতর।।৬৩।।

কৃষ্ণপ্রকটন ও ভক্তিশংসন-হেতু স্বীয় 'অদ্বৈত'-নামের সার্থকতা-সম্পাদনাঙ্গীকার—

করাইমু কৃষ্ণ সর্ব-নয়নগোচর।
তবে সে 'অদ্বৈত'-নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর! ৬৪।।

ভক্তগণকে প্রবোধ ও উৎসাহ প্রদান—

আর দিন-কত গিয়া থাক, ভাই-সব!
এথাই দেখিবা সব কৃষ্ণ-অনুভব।।"৬৫।।

মতভেদ-প্রকাশ রাধাকৃষ্ণ নাম-শ্রবণেরই অন্যতম চেষ্টা কৃষ্ণভক্তগণও তদ্রূপ বৈধ ঐশ্বর্য-প্রধান 'সীতারাম'-নামোচ্চারণের যোগ্যতা-পরীক্ষার নিমিত্ত রামভক্তগণের নিকট 'রাধাগোবিন্দ'-নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এরূপ কলহমুখে হরিসেবা-প্রবৃত্তি—বাহ্যাভ্যন্তর-চেষ্টা-বৈপরীত্য।।৪৪।।

পাক,—(পচ্ + ঘঞ, বা পরিক্রম-শব্দের অপভ্রংশ?), ঘটনা-ক্রম বা চক্র, কৌশল, 'পেঁচ'।।৪৫।।

ব্রহ্মা-শিবাদি আধিকারিক দেবগণ বৈষ্ণবের পরমবন্ধু। যেখানে ভগবৎসেবা-পর বৈষ্ণবের অধিষ্ঠান, সেখানে বিরিঞ্চি হর, নারদাদির শুভাগমন। লৌকিক-বিচারে দেবগণের স্থান অতি উচ্চে। কিন্তু বৈষ্ণবের প্রণয়-বন্ধনে দেবগণের বৈষ্ণবের দ্বারে আগমন—তাঁহাদের দৈন্য জ্ঞাপক।।৪৭।।

সর্ববিলক্ষণ,—অপরাপর সমস্ত বৈষ্ণব অপেক্ষা অধিক ভগবৎসেবা-তৎপর। অভিধেয়-তারতম্য-ক্রম-বিচারে ভগবদাশ্রিতগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠতা শ্রীরূপ-গোস্বামিপ্রভু-কৃত শ্রীউপদেশামৃতে ১০ম শ্লোকে এরূপ লিখিত আছে,—'কর্মিভ্যঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিং যযুর্জ্ঞানিনস্তেভ্যো জ্ঞানবিমুক্তভক্তিপরমাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠাস্ততঃ।। তেভ্যস্তাঃ পশুপাল-পঙ্কজদৃশস্তাভ্যোঽপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদিয়ং তদীয়সরসী তাং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতী।।' ৪৮।।

নদীয়াবাসী সকলেই বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া প্রাকৃত বিদ্যা-ধন-সংগ্রহ ও দারাপুত্রাদির স্নেহে অতি প্রমত্ত থাকায় হরিসেবা-বিমুখ ছিল। তাহাদের ভগবৎকীর্তন-শ্রবণে কোনও অনুরাগ ছিল না বা কৃষ্ণ-কীর্তনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তারও উপলব্ধি ঘটে নাই। তজ্জন্য তাহারা ভগবৎসেবায় তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ও পরিহাসাদি করিত। ভগবৎসেবার উদ্দেশে হরিকীর্তনকে কর্মকাণ্ডরত জনগণের উদরভরণের অন্যতম চেষ্টা বলিয়া মনে করিত।।৫৩।।

নির্ভেদব্রহ্মানুসন্ধানকে 'জ্ঞান' বলে। নির্বিশেষবাদী উহাই 'প্রয়োজন' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। কৃষ্ণবিমুখ বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয়সমূহের তর্পণ-যোগ্য বস্তু বা ব্যাপারই 'বিষয়'-নামে কথিত। তাদৃশ বিষয় হইতে নিবৃত্তি বা চিত্তবৃত্তিনিরোধের নামই 'যোগ'। নির্বিশেষ-মতাবলম্বী ব্যক্তি ব্রহ্ম সাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্যকেই জীবের 'শেষ-প্রয়োজন' বলিয়া বিচার করেন। তাঁহাদের সাধন-প্রক্রিয়া ও নির্বিশেষ-বেদান্ত এবং অষ্টাঙ্গ-যোগ-শাস্ত্র প্রভৃতিতেই আবদ্ধ। ভগবদ্ভক্তি কখনও তাদৃশ হেয় ও অনুপাদেয় অনিত্য কৈতব প্রসব করে না। সেবোন্মুখ-জনগণে যে চাঞ্চল্য পরিদৃষ্ট হয়, উহা কোনও ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক নহে। কিন্তু নির্বিশেষজ্ঞানী বা যোগি সম্প্রদায় তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ অধিকারদ্বয়ে-অবস্থিত থাকায় ভগবদ্ভক্তের চেষ্টা বুঝিতে অসমর্থ। (ভাঃ ১১।২।৪০)—"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।"

অভিধেয়-বিচারে জ্ঞানযোগের অনিত্যসাধনাদি ভক্তগণ আদর করেন না। তাঁহারা নিত্যমুক্তগণের সেবা-প্রবৃত্তির অনুকূল ক্রিয়াগুলিকেই অভিধেয়-সাধনভক্তি বলিয়া জানেন। তাই বলিয়া, আউল, বাউল, কর্তাভজা, সহজিয়া, সখী-ভেকী, স্মার্ত, অতিবাড়ীগণের কপট ও কৃত্রিম শ্রবণ, কীর্তন, নর্তন বাদন-ছলনায় স্ব-স্ব-জড়েন্দ্রিয় তর্পণকে সাধন বা শুদ্ধভক্তি-যাজন বলিয়া অনুমোদন করেন না।।৫৪।।

অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তি-সাহায্যে ভারবাহী অশ্মসার-হৃদয় তথাকথিত শাস্ত্র-পাঠকাভিমানিগণ দম্ভভরে বলিত যে, শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবদ্ভক্তের কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্তনে ক্রন্দন এবং নৃত্য করিবার কোন উপদেশ দেখা যায় না। ভাগবতের তাদৃশ পাঠকাভিমানী ও

অদ্বৈতপ্রভুর আশ্বাস-বাক্যে ভক্তগণের উৎসাহ ভরে কৃষ্ণকীর্তন—

অদ্বৈতের বাক্য শুনি' ভাগবতগণ।
দুঃখ পাসরিয়া সবে করেন কীর্তন।।৬৬।।

কৃষ্ণনাম-মঙ্গল-রসে ভক্তগণের মজ্জন—

উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল।
অদ্বৈত-সহিত সবে হইলা বিহ্বল।।৬৭।।

কৃষ্ণকীর্তন-সুখানুভব-হেতু ভক্তগণের দুঃখ-বিস্মৃতি—

পাষণ্ডীর বাক্য-জ্বালা সব গেল দূর।
এইমত পুলকিত নবদ্বীপপুর।।৬৮।।

বিদ্যা-বিলাস-রত শচীনন্দন নিমাই—

অধ্যয়ন-সুখে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায়।
নিরবধি জননীর আনন্দ বাড়ায়।।৬৯।।

'অলক্ষ্যলিঙ্গ' ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমন—

হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত-বেশ ধরি'।।৭০।।

'হরিরসমদিরা-মদাতিমত্ত' হরিজন ঈশ্বরপুরী—

কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি-দয়াময়।।৭১।।

'অব্যক্ত-গূঢ়-লিঙ্গ' পুরীপাদের অদ্বৈত-ভবনে আগমন—

তা'ন বেশে তা'নে কেহ চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে।।৭২।।

দৈন্যভরে তাঁহার অদ্বৈত-মন্দিরে উপবেশন—

যেখানে অদ্বৈত সেবা করেন বসিয়া।
সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কুচিত হৈয়া।।৭৩।।

গূঢ়বর্চাঃ হইয়াও পরস্পরের নিকট হরিজনগণ চিরপরিচিত—

বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেতে না লুকায়।
পুনঃ পুনঃ অদ্বৈত তাহান পানে চায়।।৭৪।।

পুরীপাদকে বৈষ্ণবসন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে অদ্বৈতাচার্যের প্রভু-সম্বোধন ও আগমন-কারণ-জিজ্ঞাসা—

অদ্বৈত বোলেন,—''বাপ, তুমি কোন্ জন?
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তুমি,—হেন লয় মন।।৭৫।।

শ্রোতৃগণ জড়স্বার্থসাধনোদ্দেশে যে কৃত্রিম নৃত্য-ক্রন্দনাদির ছল-চেষ্টা দেখায়, তাদৃশ অশুভ শিক্ষা ভাগবতে না থাকিলেও হরিসেবা-প্রবৃত্তি প্রবুদ্ধ নির্মল জীবাত্মায় কৃষ্ণের প্রেম-সেবা-জনিত সাত্ত্বিকভাবসমূহ যে কখনও কখনও প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রচুররূপে কথিত হইয়াছে।।৫৫।।

শুদ্ধভক্তগণের উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণসুখপর কীর্তন-ফলে ইন্দ্রিয় তর্পণপ্রিয় জনগণ, আহার ও নিদ্রাদি সুখভোগের ব্যাঘাত অনুভব করায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল। শ্রীবাসপণ্ডিত ভ্রাতৃত্রয়ের সহযোগে নিশাভাগে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করায়, বিষয়ভোগ-প্রবণ-চিত্ত কর্মকাণ্ডিগণ তাদৃশ নির্মল অভিধেয়-বিচারে আদর করিতে পারে নাই।।৫৬।।

সাধারণ কর্মকাণ্ডরত জনগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থার জন্য পুণ্যফলানুন্ধানার্থই স্বীয় জন-ধারণাকে নিয়োগ করিত। ''কামুকাঃ পশ্যন্তি কামিনীময়ং জগৎ'' এই ন্যায়ানুসারে তাহারা মনে করিত যে, প্রবুদ্ধাত্মা শুদ্ধভক্তও, বোধ হয়, তাহাদেরই ন্যায় হরিসেবার ছলনায় পুণ্য সংগ্রহ করিয়া, নিজের নশ্বর ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি করিতেছে। এই অপকৃষ্ট ধারণার বশবর্তী হইয়া তাহারা, বৈষ্ণবের ক্রিয়া-কার্যকলাপে তাহাদের ন্যায় সর্বদা পুণ্যার্জন-পিপাসা বর্তমান আছে, মনে করিত। তজ্জন্য বহির্মুখ অভক্তসম্প্রদায় ভগবদ্ভক্তের অভিধেয় সাধনে মতভেদ প্রকাশ করিত। তাহারা কৃত্রিম নির্জন-ভজনের পক্ষপাতী হইয়া সর্বশুভোদয় কৃষ্ণ কীর্তনের বিরোধী এবং স্বকপোল-কল্পিত ধারণা-বশে বিপথগামী হইয়াছিল। তাহারা মূঢ়তা-বশে বলিত যে, কৃষ্ণসুখপর নৃত্য-গীত বা উচ্চৈঃস্বরে প্রেমার্তি ভরে ভগবৎ-সম্বোধনাত্মক পদপ্রয়োগ প্রভৃতি বৈষ্ণবের অভিধেয়সমূহও কৃত্রিম নির্জন-ভজনাদির সহিত তুল্য এবং কোন কোন স্থলে তদপেক্ষাও ন্যূন।।৫৭।।

সংকথন,---বৈষ্ণবগণের সম্বন্ধে প্রচুর সমালোচনা-মুখে স্ব-স্ব-বিরুদ্ধভাবের অভিব্যক্তি।।৫৮।।

বৈষ্ণবগণ কর্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষীর কুবুদ্ধিদুষ্ট বাক্যাদি-শ্রবণে হৃদয়ে ক্লেশ বোধ এবং তাহাদের দুর্দশা দেখিয়া দুঃখ অনুভব করিতেন এবং হৃদয়ের আর্তির সহিত ভগবানের নিকট তাহাদের নিত্য-মঙ্গলকামনা-মূলে এই সকল দুঃখের কথা বিজ্ঞাপন করিতেন।।৫৯।।

স্বাভাবিক অতুল-দৈন্যভরে পুরীপাদের উত্তর-প্রদান—

বোলেন ঈশ্বরপুরী,—"আমি শূদ্রাধম।
দেখিবারে আইলাঙ তোমার চরণ।।"৭৬।।

বৈষ্ণব-সম্মিলন-দর্শনে মুকুন্দের কৃষ্ণলীলা-গান—

বুঝিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত।
গাইতে লাগিলা অতি-প্রেমের সহিত।।৭৭।।

কৃষ্ণলীলা-শ্রবণমাত্র পুরীপাদের প্রেমাশ্রু-বর্ষণ ও ভূ-লুণ্ঠন—

যেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে।
পড়িলা ঈশ্বরপুরী ঢলি' পৃথিবীতে।।৭৮।।

নয়নের জলে অন্ত নাহিক তাহান।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে প্রেম-ধারার পয়ান।।৭৯।।

পুরীপাদকে অঙ্কে ধারণপূর্বক অদ্বৈতের প্রেমাশ্রু বর্ষণ—

আস্তে-ব্যস্তে অদ্বৈত তুলিয়া নিজ-কোলে।
সিঞ্চিত হইল অঙ্গ নয়নের জলে।।৮০।।

উভয়ের প্রেমবিকার-বৃদ্ধি, মুকুন্দের কালোচিত শ্লোকাবৃত্তি—

সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃ পুনঃ বাড়ে।
সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি' শ্লোক পড়ে।।৮১।।

উভয়ের প্রেম-দর্শনে ভক্তগণেরও অনুপম আনন্দ—

দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার।
অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার।।৮২।।

পশ্চাৎ পুরীপাদের পরিচয়-লাভান্তে ভক্তগণের হর্ষভরে হরিস্মরণ—

পাছে সবে চিনিলেন শ্রীঈশ্বরপুরী।
প্রেম দেখি' সবেই সঙরে 'হরি-হরি'।।৮৩।।

দুর্জ্ঞেয় ভাবে অলক্ষ্যলিঙ্গ পুরীপাদের নবদ্বীপে পর্যটন—

এইমত ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে।
অলক্ষিতে বুলেন, চিনিতে কেহ নারে।।৮৪।।

নিমাই পণ্ডিত ও পুরীর সংবাদ-বর্ণন; অধ্যাপনান্তে একদা স্বগৃহাভিমুখে নিমাইর আগমন—

দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
পড়াইয়া আইসেন আপনার ঘর।।৮৫।।

পথিমধ্যে পুরীপাদকে দর্শন ও প্রণাম—

পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী-সনে।
ভৃত্য দেখি' প্রভু নমস্করিলা আপনে।।৮৬।।

কতদিনে প্রপঞ্চে পরম-সত্যবস্তু কৃষ্ণের প্রকাশ দেখিতে পাইবেন,—এই ভাবিয়া তাঁহারা আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতেন। কৃষ্ণের আবির্ভাব হইলেই জগতের তমোরূপ সকল কল্মষ বিনষ্ট হইবে,—ইহাই তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিত।।৬০।।

ভগবৎসেবা-বিমুখ ভগবল্লীলা-বিলাস-বিরোধী জনগণই—পাষণ্ডী। তাদৃশ পাষণ্ডিগণের ব্যবহার ও উক্তি—বৈষ্ণব বিদ্বেষপূর্ণ। শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে তৎকালে নবদ্বীপের বৈষ্ণবগণের মধ্যে সর্বপ্রধান বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণের পাষণ্ডতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।।৬১।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাত্ররাজসূত্রে বিদ্বেষী পাষণ্ডগণের পরুষ বাক্যে অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া 'সকলকেই সংহার করিব' বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবাচার্য-সূত্রে তাঁহার এই ক্রোধকে যে সকল স্বল্পবুদ্ধি অনভিজ্ঞ বৈষ্ণব-বিদ্বেষিগণ আপনাদের ইন্দ্রিয়তর্পণ-ব্যাঘাতজনিত ক্রোধের সহিত সম বা তুল্য জ্ঞান করে, তাহাদের নরকবাস—ধ্রুব ও অবশ্যম্ভাবী।।৬২।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তারস্বরে প্রতীকার-প্রার্থী বৈষ্ণবগণকে জানাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার সেব্য সুদর্শনচক্রধারী বিষ্ণু নবদ্বীপে শুভাগমন করিতেছেন। তাঁহার দ্বারাই মূর্খজনগণের অনভিজ্ঞতা অপসারিত হইবে।।৬৩।।

কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণভক্ত অভিন্ন। বস্তুর অদ্বয়তা-নিবন্ধন অভেদাংশে বিষ্ণুর বিলাস-বিগ্রহ ও অংশসমূহ তাঁহার সহিত অভিন্ন। ভেদাংশে জীবসমূহ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্বে অবস্থিত। তজ্জন্য আচার্যপ্রভুকে অদ্বৈত-সংজ্ঞা ধারণ করিতে হইয়াছিল। নিত্যশুদ্ধ-সনাতন অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার পূর্ব কালে সাধারণ ভাষায় 'শুদ্ধাদ্বৈত' নামে পরিচিত ছিল। উহাই বৌধায়নাদি-ঋষিকুল সম্মত শ্রীরামানুজীয় ব্যাখ্যায় 'বিশিষ্টাদ্বৈত'-নাম ধারণ করে; বস্তুতঃ তাহাও বিশেষবিচারে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারেরই আংশিক প্রকাশ। কেবলাদ্বৈতবাদ হইতে ভিন্ন-সিদ্ধান্তে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ-বর্ণিত বিচারসমূহের সহিত একতাৎপর্যপর হইয়া দ্বৈতাদ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারেরই এক প্রকার সামান্য দর্শন। কেবলাদ্বৈতীর সহিত স্পষ্ট বা প্রকাশ্য ভেদস্থাপনমূলে

অসমোর্দ্ধ-রূপ-গুণশালী বিশ্বম্ভর—

অতি অনির্বচনীয় ঠাকুর সুন্দর।
সর্বমতে সর্ব-বিলক্ষণ-গুণধর।।৮৭।।

নিমাই পণ্ডিতের হৃদ্গত মর্ম না বুঝিয়াই তদীয় অলৌকিক গাম্ভীর্য-হেতু লোকের সম্ভ্রম-ভয়—

যদ্যপি তাহান মর্ম কেহ নাহি জানে।
তথাপি সাধ্বস করে দেখি' সর্বজনে।।৮৮।।

নিত্যমুক্ত মহাপুরুষের ন্যায় নিমাইর গাম্ভীর্য-দর্শন—

চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।
সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম-গম্ভীর।।৮৯।।

পুরী-কর্তৃক নিমাইর পরিচয়াদি-জিজ্ঞাসা—

জিজ্ঞাসেন,—''তোমার কি নাম, বিপ্রবর।
কি পুঁথি পড়াও, পড়, কোন্ স্থানে ঘর?''৯০।।

নিমাইর পরিচয়-প্রাপ্তিতে পুরীর হর্ষ—

শেষে সভে বলিলেন,—''নিমাই-পণ্ডিত।'
''তুমি সে!'' বলিয়া বড় হৈলা হরষিত।।৯১।।

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী পুরীকে স্বগৃহে ভিক্ষা-গ্রহণার্থ আনয়ন-পূর্বক লোকশিক্ষক জগদ্গুরু প্রভু-কর্তৃক গৃহীর আদর্শ আচার-প্রদর্শন—

ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তা'নে।
মহাদরে গৃহে লই' চলিলা আপনে।।৯২।।

শুদ্ধাদ্বৈত-বিচারও অচিন্ত্য-ভেদাভেদেরই প্রারম্ভিক বিচার বলিয়া কথিত। সুতরাং গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শুদ্ধাদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত ও শুদ্ধদ্বৈত-সিদ্ধান্তসমুচ্চয়ের সুষ্ঠুতা-প্রকটন মানসেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবীয় বেদান্তবিচার-প্রণালীর প্রারম্ভিক সূত্রপাত করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর ও তদীয় অনুগ গোস্বামিষটক্ সেই অচিন্ত্যভেদাভেদবাদের শাখা-প্রশাখা পল্লবিত করিয়াছেন। কৃষ্ণকৈঙ্কর্যে নিত্যাবস্থিত 'অদ্বৈত' নামের সার্থকতা-মূলে 'সর্ব'-শব্দে বৌদ্ধ,কর্মী ও কেবলাদ্বৈতবাদী নির্বিশেষবাদিগণকেও কৃষ্ণস্বরূপ প্রদর্শন করাইবেন বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতচার্য স্বীয় সেবা-প্রবৃত্তি প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সর্ব'-শব্দে পূর্বতন বৈষ্ণব ঋষিগণকে ও মধ্যযুগীয় বৃদ্ধবৈষ্ণবের মতানুযায়ী জনগণকেও বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কৃষ্ণ-কিঙ্করের অন্য কোনও বিচার নাই। তাঁহাদের যাবতীয় ক্রিয়াই কৃষ্ণ সুখ-তাৎপর্যময়। 'জগতের সকলেই ভগবদ্ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হউন',—এতদ্ব্যতীত আচার্যের অন্য কোন চিন্তা বা ক্রিয়া নাই। কর্মমিশ্রা ভক্তি কর্মগন্ধশূন্যা-রূপে পরিণতিতে কেবলাভক্তিরূপে পর্যবসিত হয়; সেইকালে প্রাপঞ্চিক-বিচারোত্থ ভেদ প্রতীতি দূরীভূত হইয়া ভগবৎসেবকের চিন্ময় ভেদপ্রতীতি উদিত হয়।।৬৪।।

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু বলিলেন,—হে ভক্তিপ্রার্থিবর্গ, তোমরা আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। অন্তরেও বাহিরে তোমরা এখানেই কৃষ্ণকে অনুভব করিবে। তোমাদের ভজন-প্রভাবে গোপীরমণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তোমাদের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর-মূর্তি প্রকটিত করাইবেন। তাঁহার সেবার দ্বারাই কৃষ্ণসেবায় সুষ্ঠুতা-লাভ হইবে। তাই বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর উক্তিতে ''গোপী ছাড়ি'' গৌরাঙ্গ নাগরী-বাদ'' প্রচারিত হয় নাই। শ্রীকীর্তন-কার্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা মধ্যেই শ্রীগৌরপূজায় শ্রীকৃষ্ণ-পূজা এবং শ্রীকৃষ্ণ-পূজায় শ্রীগৌর-পূজা হইয়া থাকে। মূঢ় অনভিজ্ঞ জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে 'কৃষ্ণ' না জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ গুরুমাত্র জ্ঞান করায় ভগবদ্ভক্তি হইতে অধোগত হয়; আবার, কৃষ্ণলীলা হইতে গৌরলীলাকে সাধকলীলামাত্র মনে করাতেও তাহাদের তাদৃশী অপগতি ঘটে। শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রীগৌরসুন্দরেরই সম্ভোগ-প্রধান লীলা; উহা প্রাপঞ্চিক প্রাকৃত-সহজিয়াবাদে আবদ্ধ নহে। শ্রীগৌরলীলাকে শ্রীকৃষ্ণলীলা হইতে জড়বিলাসবৈচিত্র্যবৎ পৃথগ্বুদ্ধি করিলে সাধক স্বস্থান-চ্যুত হইয়া মায়াবদ্ধ জীব হইয়া পড়ে। তখন তাহার কৃষ্ণভজন দূরীভূত হইয়া মায়া-প্রসূত কাল্পনিক গৌর-ভোগে কুপ্রবৃত্তি দেখা যায়। শুদ্ধগৌরভক্তগণ এই প্রকার শাক্তেয়মতবাদী মায়া-সেবক গৌরভক্তব্রুবগণের সঙ্গ করেন না। শুদ্ধভক্তের বিচারে,—বাউল, সহজিয়া, গৌর নাগরী প্রভৃতি ত্রয়োদশপ্রকার বৈষ্ণবব্রুব উপসম্প্রদায়েই বিদ্ধভক্তি প্রবলা; তাহাদের দুঃসঙ্গবর্জনই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি নিষ্কপট ভক্তি। জীবের হৃদয়ে যে-কালপর্যন্ত কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি উদিত না হয়, তৎপূর্বে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত দর্শন জীবের প্রাপঞ্চিক ভোগ-প্রবৃত্তি দ্বারা আবৃত থাকে। সেই আবরণ উন্মুক্ত হইলে কিয়দ্দিনের মধ্যেই শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আনুগত্যে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ ঘটে।।৬৫।।

শচী-পাচিত-নৈবেদ্য-দ্বারা ভিক্ষা-সম্পাদনানন্তর পুরীপাদের বিষ্ণুমন্দিরে উপবেশন—

কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।
ভিক্ষা করি' বিষ্ণু-গৃহে বসিলা আসিয়া।।৯৩।।

পুরী-কর্তৃক কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ-কীর্তন ও প্রেমাবেশ—

কৃষ্ণের প্রস্তাব সব কহিতে লাগিলা।
কহিতে কৃষ্ণের কথা অবশ হইলা।।৯৪।।

পুরীর প্রেমাবেশ-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ও জীবের দুর্ভাগ্য-ফলে নিজভাব গোপন—

অপূর্ব প্রেমের ধারা দেখিয়া সন্তোষ।
না প্রকাশে' আপনা' লোকের দীন-দোষ।।৯৫।।

সার্বভৌম-স্বসৃপতি গোপীনাথ ভট্টাচার্য-গৃহে পুরীর কিয়ন্মাস অবস্থান—

মাস-কত গোপীনাথ-আচার্যের ঘরে।
রহিলা ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপপুরে।।৯৬।।

তথায় প্রত্যহ পুরীপাদকে দর্শনার্থ নিমাইর গমন—

সবে বড় উল্লসিত দেখিতে তাহানে।
প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে।।৯৭।।

কৃষ্ণপ্রেমময় গদাধর পণ্ডিতের ভক্তপ্রিয়ত্ব—

গদাধর-পণ্ডিতের দেখি' প্রেমজল।
বড় প্রীত বাসে' তা'নে বৈষ্ণবসকল।।৯৮।।

উচ্চৈঃস্বরে ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষরাত্মক কৃষ্ণনামে অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের নামকীর্তনে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রেম-বিহ্বল হইলেন। শ্রীদাস-গোস্বামিপ্রভুর 'বিলাপকুসুমাঞ্জলি'-স্তবের শেষাংশে 'আশাভরৈরমৃতসিন্ধুময়ৈঃ-প্রমুখ শ্লোকদ্বয়ের বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ নামই সারস্বতী-বৃত্তিতে ষোলনাম-বত্রিশ অক্ষরে অনুস্যূত। শ্রীরূপানুগ-বিরোধী বিদ্ধসম্প্রদায় ভক্তব্রুব বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে গিয়া কৃষ্ণনামের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং ষোলনাম বত্রিশ অক্ষরকে 'কৃষ্ণ'-নাম বলিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়া 'মহামন্ত্র'কে সামান্য 'মন্ত্র'মাত্র মনে করেন। ইহা অপরাধী নরকযাত্রিগণের গুরুদ্রোহিতা-মাত্র। ''তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং'' শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। শ্রীকৃষ্ণ নামাভ্যন্তরে অর্থাৎ 'হরেকৃষ্ণ'-নামে শ্রীরাধাগোবিন্দই উদ্দিষ্ট এবং 'হরেরাম-নামেও শ্রীরাধাগোবিন্দই লক্ষিত। যাঁহারা শ্রীরাধাষ্টক ও শ্রীহরিনামাষ্টক-কীর্তনকারী শ্রীরূপ-গোস্বামি প্রভুবরের আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রীদাস-গোস্বামিবরের আনুগত্য করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীজীব-গোস্বামি প্রভুপাদের চরণে কখনই অপরাধ হইতে পারে না। শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীনামে এবং শ্রীনামীতে অভিন্নতা বুঝাইবার প্রাকট্য-বিগ্রহই শ্রীগৌরসুন্দর। তিনি বিচারক-সম্প্রদায়কে 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' সিদ্ধান্ত উপদেশ করিয়াছেন।।৬৭।।

বৈষ্ণব-বিদ্বেষপূর্ণ পাষণ্ডিত্বের মধ্যে অন্যতম পঞ্চদেবোপাসনার সহিত কৃষ্ণভক্তের সাম্যপ্রয়াস্বরূপ পাষণ্ডময়ী বাক্যজ্বালা শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর আশ্বাস-বাণীতে বিদূরিত হইয়াছিল। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধবাদের সমন্বয়-সূত্র ও বিস্তৃতিতে পাষণ্ডিতার অর্থাৎ বৈষ্ণব-বিদ্বেষ ও ভক্তিবিরোধের ভাব প্রকাশিত; তাহা দূরীভূত হওয়ায় অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপ-নগরে বৈষ্ণববিদ্বেষময় নির্বিশেষবাদ ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হওয়ায় নবদ্বীপনগরের মায়িক দর্শন-বিচার স্তব্ধ হইয়াছিল। তাহাতেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণ পরমানন্দিত হইয়াছিলেন।।৬৮।।

শ্রীগৌরসুন্দরের অধ্যয়ন-সুখ—জগজ্জীবের কৃষ্ণ-সন্ধান তাৎপর্যেই পর্যবসিত। সুতরাং শ্রীশচীনন্দনের পঠন-পাঠনলীলা শচীদেবীর আনন্দবর্ধন করিয়াছিল। যশোদাভিন্নবিগ্রহ শচীদেবীকে কেহ যেন বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত অভিন্না জ্ঞান করিয়া শাক্তেয়-মতবাদে প্রতিষ্ঠিত না হন। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী জগজ্জননী ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়াদেবী কখনই গৌরসুন্দরের জননী নহেন। পরন্তু তিনি চিদানন্দের পুষ্টিকারিণী বাৎসল্যরসের মূর্তিমতী বিগ্রহস্বরূপ। অন্যাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় শব্দের অজ্ঞরূঢ়িবৃত্তিরই বহুমানন করায় তাহাদের হৃদয়ে বিদ্বদ্রূঢ়িবৃত্তির প্রাকট্য নাই। ভগবৎসেবা-নিরত ভক্তজনেরই বিদ্বদ্রূঢ়ি বৃত্তিতে একমাত্র অধিকার। তাদৃশী বৃত্তির যোগ্যতা কৃষ্ণ কৃপা-ক্রমেই জীবের হৃদয়ে উদিত হয়।।৬৯।।

অলক্ষিত বেশ,—যে বেষ-দর্শনে তাঁহাকে 'ভক্ত' বলিয়া লক্ষিত হয় না অর্থাৎ একদণ্ডী সন্ন্যাসি-বেশ।।৭০।।

উপাস্য-বিচারে 'কৃষ্ণ'-বস্তুই সর্বোত্তম। কৃষ্ণে পঞ্চপ্রকার এবং নির্বিশেষ ব্রহ্মে শান্ত-রসমাত্র অবস্থিত। কিন্তু শেষোক্ত রস অনেক-সময়ে রস-পর্যায়েই গণিত হয় না। নির্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্মধাম বিরজার পারে অবস্থিত থাকিলেও উহা সেব্য-সেবক-

আশৈশব কৃষ্ণেতর-বিষয়-বিরক্ত গদাধরের প্রতি পুরীর স্নেহ—

শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে।
ঈশ্বরপুরীও স্নেহ করেন তাহানে।।৯৯।।

গদাধরকে স্ব-কৃত-গ্রন্থাধ্যাপন—

গদাধর-পণ্ডিতেরে আপনার কৃত।
পুঁথি পড়ায়েন নাম 'কৃষ্ণলীলামৃত'।।১০০।।

অধ্যয়নাধ্যাপনান্তে নিমাইর পুরী-বন্দনার্থ গমন—

পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে।
ঈশ্বরপুরীরে নমস্করিবারে চলে।।১০১।।

প্রভুতে নিজাভীষ্টদেব সাক্ষাৎ কৃষ্ণবুদ্ধি না করিলেও পুরীপাদের নিমাইর প্রতি শুদ্ধ অকৃত্রিম প্রীতি—

প্রভু দেখি' শ্রীঈশ্বরপুরী হরষিত।
'প্রভু' হেন না জানেন, তবু বড় প্রীত।।১০২।।

পণ্ডিত-বুদ্ধিতে নিমাইকে স্বকৃত-গ্রন্থস্থিত দোষাদি-সংশোধনার্থ অনুরোধ—

হাসিয়া বোলেন,—''তুমি পরম-পণ্ডিত।
আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত।।১০৩।।
সকল বলিবা,—কোথা থাকে কোন্ দোষ?
ইহাতে আমার বড় পরম-সন্তোষ।।''১০৪।।

ভাবহীন। অপরপারে দেবীধাম,---যেস্থানে জড় ভূতাকাশ বা 'অপর' ব্যোম অবস্থিত। এই ভূতাকাশে প্রাপঞ্চিক নশ্বর বস্তুসমূহ বিরাজিত। চিদ্‌বৈচিত্র্য বা চিদ্‌বৈশিষ্ট্যময় ধামে সেব্য-সেবক-বিচার বর্তমান, কিন্তু অচিৎ নশ্বর জগতে সেব্য-সেবক-ভাবের বিপর্যয়ই লক্ষিত হয়। সাধরণতঃ প্রপঞ্চে কৃষ্ণরস নিতান্ত দুর্লভ। এখানে 'রস' বলিয়া চমৎকারিতা-বিষয়ে রসের সহিত বৈকুণ্ঠ ও জড়-রসের যে সৌসাদৃশ্য বর্তমান দেখা যায়, তাদৃশ জড়ীয় রসবিলাস---চিদ্ধর্মের হেয় ও বিকৃত প্রতিফলনমাত্র। এজন্য প্রপঞ্চাবস্থিত রস---'বিরস'-শব্দ-বাচ্য। পরব্যোমে রসের আলম্বন-বিচারে অদ্বয়-জ্ঞান 'বিষয়ের' একত্ব এবং 'আশ্রয়ে'র বহুত্ব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু প্রপঞ্চে ইহার ব্যত্যয় অর্থাৎ বিষয়ের বহুত্ব ও আশ্রয়ের বহুত্ব দৃষ্ট হয়। পরব্যোমে অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনই 'বিষয়' ও বলদেবই বিষয়-প্রকাশ। তাঁহারই প্রকাশ-বিগ্রহ চতুষ্টয় 'চতুর্ব্যূহ'-নামে মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত। প্রপঞ্চে বিষয় বিগ্রহে ত্রিগুণের সমাবেশ হেতু কাল ক্ষোভ্য ধর্ম-বিরাজমান। কৈলাসাদি ধামনিচয়ে যে বিষয়-বিগ্রহে ঈশ্বরত্ব লক্ষিত হয়, তাহাতে আশ্রয়-বিচারে প্রাপঞ্চিক অভিমান বর্তমান অর্থাৎ গুণত্রয়ের সংসর্গ পরিলক্ষিত হয়। পরব্যোমে অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুতত্ত্বে তাদৃশ মলিনতার সম্ভাবনা নাই। প্রপঞ্চে রসসমূহের অনিত্যত্ব ও বিষয়াশ্রয়ের অনিত্যত্ব প্রভৃতি অবরতা বৈকুণ্ঠরসের বিপরীতধর্মে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের আনুগত্যক্রমে শ্রীঈশ্বরপুরী কৃষ্ণরসের রসিক ছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রের তপস্যা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির আর্তি ঈশ্বরপুরীতে সেবকতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ করায় তাঁহার ভাগ্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্নবিগ্রহ গৌরসুন্দরের সাক্ষাৎ-কৃপা-লাভ ঘটিয়াছিল। শ্রীঈশ্বরপুরী কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল ছিলেন অর্থাৎ বাহ্য জগতের জড় অনুভূতি তাঁহার প্রেমসেবার ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি গুরুতত্ত্বে আশ্রিত বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়--অতি প্রিয়, সুতরাং সকল জীবে সমদয়া-বিশিষ্ট। দয়ার প্রকৃষ্ট পরিচয়---জীবের আত্মার নিত্যবৃত্তি কৃষ্ণভক্তির উন্মেষণ।

ব্রাহ্মণ-নিবাস প্রধান শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে বহু ব্রাহ্মণ ও সদাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের আবাসসত্ত্বেও শ্রীপুরীপাদ বৈষ্ণবরাজ শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের গৃহেই সজাতীয়াশয়নিষ্ঠা-বিচারক্রমে উপস্থিত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের বিঘশাসী। সতীর্থজ্ঞানে শ্রীঅদ্বৈতমন্দিরে শ্রীঈশ্বরপুরীর অভিযান---স্বাভাবিকী গুরুনিষ্ঠারই পরিচায়ক।।৭২।।

বৈষ্ণবসন্ন্যাসী,---কর্মি-সন্ন্যাসিগণ ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়া স্মৃত্যুক্ত যতিবিধান পালন করেন, অর্থাৎ একল হইয়া বিচরণ করেন। জ্ঞানি-সন্ন্যাসিগণ একদণ্ড গ্রহণপূর্বক বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলনে শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধন-ষটকের ফল-লাভ করেন। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ প্রাপঞ্চিক বিষয়-ভোগ বা বিষয়-ত্যাগের স্পৃহাদ্বয় পরিহারপূর্বক একান্তভাবে হরিসেবায় নিযুক্ত হন। ভোগ-পরিহার বা ত্যাগ-পরিহার, এই উভয় ধর্ম তাঁহাতেই অবস্থিত থাকিতে পারে। তিনি ''এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠামধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব।।''—এই শ্রীভাগবত-বিচারে অবস্থিত। শ্রীমাধবেন্দ্রের কৃপায় শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু তাঁহার স্বগণ চিনিতে সমর্থ ছিলেন। মাধবেন্দ্রের শিষ্যরূপে আচার্যপ্রভু গৃহস্থ ভক্ত এবং ঈশ্বরপুরীপাদ

কৃষ্ণৈকপ্রীতিবাঞ্ছাময় শুদ্ধভক্তের সুসিদ্ধান্তযুক্ত কৃষ্ণকীর্তন-বর্ণনে অসূয়া-দৃষ্টিমূলে দোষানুসন্ধান—নিরয়জনক—

প্রভু বোলে,—"ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন।
ইহাতে যে দোষ দেখে, সে-ই 'পাপী' জন।।১০৫।।

কৃষ্ণৈকপ্রীতিবাঞ্ছাময় শুদ্ধবক্তের অপ্রাকৃত দর্শনে বা বুদ্ধিতে সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ সুসিদ্ধান্তযুক্ত কীর্তনেই কৃষ্ণ-প্রীতি—

ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয়।
সর্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে নিশ্চয়।।১০৬।।

ব্যাকরণ-সিদ্ধ ভাষাগত শুদ্ধ্যশুদ্ধি-নিরপেক্ষ শুদ্ধ-সেবোন্মুখ-ভাবই ভগবদঙ্গীকৃত—

মূর্খ বোলে 'বিষ্ণায়', 'বিষ্ণবে' বোলে ধীর।
দুইবাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর।।১০৭।।

তথাহি—

"মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে।
উভয়োস্তু সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ।।"১০৮।।

ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর লীলা-প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাকে সতীর্থ বলিয়া জানিতে আচার্যের অধিক বিলম্ব হয় নাই।।৭৫।।

শূদ্রাধম,---এই স্থানে কেহ কেহ ভ্রান্তিবশে 'ক্ষুদ্রাধম' পাঠ স্বীকার করেন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের আপনাকে 'শূদ্রাধম' উক্তি দৈন্যাত্মিকা বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ, আত্মবিৎ বৈষ্ণব কখনও প্রাপঞ্চিক-বর্ণাশ্রমধর্মের অন্তর্গত বলিয়া আপনাকে স্বীকার করেন না। শ্রীগৌরসুন্দর "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিং"-শ্লোক এবং "তৃণাদিপি সুনীচেন" শ্লোকে এই কথাই বর্ণাশ্রমাবস্থিত বদ্ধজীবকুলকে উপদেশ দিয়াছেন। শৌক্র, সাবিত্র্য, দৈক্ষ্য,---এই জন্মত্রয়ে যে প্রাপঞ্চিক জাতি-পরিচয়, উহা কর্মপথের যাত্রিগণের পরিচয় মাত্র। আত্মবিদ্ ভগবদ্ভক্তের ঐপ্রকার পরিচয়ে কোন অভিনিবেশ নাই, যেহেতু পূর্ব হইতেই তাঁহাদের হরিকথায় শ্রদ্ধার উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ দশবিধ নামাপরাধের অন্যতম 'অহং-মম-ভাব' কোন ভক্তি পথের পথিকের সম্ভাবনা নাই। মানব বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া আপনাকে গুণত্রয়ের অন্তর্গত বিবেচনা করেন। রজস্তমোভাবত্যক্ত সত্ত্বগুণ-স্বভাব মানবের পরিচয়ে এবং ক্রিয়ায় 'ব্রাহ্মণত্ব' লক্ষিত হয়, রজঃসত্ত্ব-স্বভাবে----ক্ষত্রিয়ত্ব, সত্ত্বতমঃ-স্বভাবে--বৈশ্যত্ব, রজস্তমঃ-স্বভাবে শূদ্রত্ব এবং তমো-বিচারে অপশূদ্র বা ম্লেচ্ছতার অভিমান ঘটে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,---'গুণকর্মের বিভাগ-ক্রমেই আমি চারিটী বর্ণধর্মসম্বন্ধি-বিচার প্রবর্তন করিয়াছি।' এই বিচারানুসারে বর্ণবিভাগে শূদ্রের আচরণে সর্বসংস্কার-বর্জিতত্ব ধর্ম অবস্থিত। দ্বিজাতিত্রয় সংস্কারলাভের অধিকারী, কিন্তু শূদ্র---সর্বসংস্কারাভাববিশিষ্ট,---উদ্বাহ-সংস্কারে তাহার যোগ্যতা প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র। যেরূপ 'তৃণাদপি সুনীচ'-শব্দের প্রয়োগে প্রাপঞ্চিক অভিমানরাহিত্য উদ্দিষ্ট হয়, সেই প্রকার বর্ণাভিমান-পরিত্যাগকারী বৈষ্ণবগণও আপনাদিগকে 'নীচজাতি' বা 'শূদ্রাধম' প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত করেন। কর্মী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ আপনাদিগের প্রাপঞ্চিক-শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মনোগত অভিমান ও বাহ্য-আচার তাদৃশ নহে। কর্মি-সন্ন্যাসী--'নিরাশীর্নির্মমস্ত্রিয়', জ্ঞানি-সন্ন্যাসী আপনাকে 'নারায়ণ' বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে অপরে নারায়ণাভিন্ন বলিয়া অভিবাদন করিলেও তিনি তদুত্তরে 'দাসোঽস্মি'-শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তিনি---প্রাপঞ্চিক-অভিমান শূন্য। সুতরাং তিনি ইতর-সন্ন্যাসীর ন্যায় জগতের নিকট মর্যাদা-ভিক্ষু নহেন। তাই বলিয়া অর্বাচীনকুল বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর বিদ্বেষমুখে তাঁহাকে অসম্মান করিলে সাধারণ-স্মৃতিশাস্ত্রেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবেতর সন্ন্যাসী সমল পারমহংস্য-ধর্মে উন্নীত হইবার প্রযত্ন করেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী সহজ পারমহংস্য ধর্মে অবস্থিত। শ্রীপুরীপাদ নিতান্ত-দৈন্যভরে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট তদীয় চরণপ্রার্থী হইয়াই আগমন করিয়াছেন, বলিলেন। পাঠান্তরে,---'বিপ্রাধম'।।৭৬।।

মুকুন্দের প্রেমময় গীতিতে পুরীপাদের হৃদয় আর্দ্র হইল। তাঁহাতে সাত্ত্বিকভাব-বিকারসমূহ লক্ষিত হইল। আনুকরণিক ঢঙ্গ সম্প্রদায় সহজ-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত অবস্থার কৃত্রিম অনুকরণ করিতে গিয়া যে-সকল নৈসর্গিক পিচ্ছিল অশ্রুধারা বর্ষণ করেন, তদ্দ্বারা তাঁহারা ভক্তজনের সঙ্গ বর্জন করিয়াই থাকেন। লোকসংগ্রহের জন্য যাহাদের হৃদয় কঠিন অশ্মসারময়, তাহারা স্বীয় অযোগ্যতা অনুভব করিয়া কৃত্রিম কপটভাবাদি প্রদর্শন করেন,---উহা ভাবাভাসের পর্যায়-ভুক্ত।।৭৮।।

অপ্রাকৃতরসবিৎ শুদ্ধভক্তের কীর্তন-বর্ণনে জড়ভাষা-গত দোষ-দর্শনকারীর অপরাধ, সেবোন্মুখ শুদ্ধ-ভক্তের যৎকিঞ্চিৎ কীর্তন-বর্ণনেই কৃষ্ণপ্রীতি—

ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ।
ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ।।১০৯।।

পুরীর অপ্রাকৃত প্রেমমূলক বর্ণনে দোষ-দর্শন—প্রাকৃত অনূচানমানিগণের সাধ্যাতীত—

অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন।
ইহাতে দূষিবেক কোন্ সাহসিক জন?"১১০।।

নিমাই পণ্ডিতের উক্তি-শ্রবণে পুরীর হর্ষাতিশয্য—

শুনিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর।
অমৃত-সিঞ্চিত হইল সর্ব-কলেবর।।১১১।।

তথাপি স্ব-কৃত গ্রন্থকে নির্দোষকরণার্থ নিমাইকে উহার ভাষা-গত-দোষ-প্রদর্শনে অনুরোধ—

পুনঃ হাসি' বোলেন,—"তোমার দোষ নাই।
অবশ্য বলিবা, দোষ থাকে যেই-ঠাঞি।।"১১২।।

প্রত্যহ পুরী-সহ নিমাইর তৎকৃত গ্রন্থালোচনা—

এইমত প্রতিদিন প্রভু তা'ন সঙ্গে।
বিচার করেন দুই-চারি-দণ্ড রঙ্গে।।১১৩।।

একদিন সকৌতুকে পুরীর ক্রিয়া পদ-প্রয়োগে দোষ-প্রদর্শন—

একদিন প্রভু তা'ন কবিত্ব শুনিয়া।
হাসি' দূষিলেন, "ধাতু না লাগে" বলিয়া।।১১৪।।

পুরী-ব্যবহৃত ক্রিয়ার আত্মনেপদ-প্রয়োগে আপত্তি উত্থাপনপূর্বক নিমাইর স্ব-গৃহে আগমন—

প্রভু বোলে,—"এ ধাতু 'আত্মনেপদী' নয়।"
বলিয়া চলিলা প্রভু আপন-আলয়।।১১৫।।

ব্যাকরণাদি সর্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরীপাদের বিচার-নৈপুণ্য—

ঈশ্বরপুরীও সর্ব-শাস্ত্রেতে পণ্ডিত।
বিদ্যারস-বিচারেও বড় হরষিত।।১১৬।।

নিমাইর প্রস্থানানন্তর পুরীর বহু ব্যাকরণ-সূত্র-বিচার—

প্রভু গেলে সেই 'ধাতু' করেন বিচার।
সিদ্ধান্ত করেন তঁহি অশেষপ্রকার।।১১৭।।

চতুর্থাশ্রমি-দর্শনে গৃহস্থগণের অভিবাদন-বিধি ধর্মশাস্ত্রে বিহিত। শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থ-ব্রাহ্মণাভিমানে যথা-বিধি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর চতুর্দশ ভুবনপতি হইলেও এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে পরবর্তিসময়ে দীক্ষাগ্রহণ-লীলার অভিনয় করিলেও, স্বরূপ বিচারে ঈশ্বরপুরী—শ্রীগৌরসুন্দরেরই একজন ভৃত্যমাত্র।।৮৬।।

সিদ্ধপুরুষের প্রায়,—মহাভাগবততুল্য। 'প্রায়'-শব্দে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া পুরীপাদের তাঁহাতে সিদ্ধপুরুষ পর্যন্ত বলিয়াও ধারণা হয় নাই। প্রভুকে সিদ্ধপুরুষবেষী উপাস্য বস্তু বলিয়াই জানিয়াছিলেন এবং ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী বলিয়া প্রভুও সিদ্ধ পুরুষ-সদৃশ দৃষ্ট হইতেন।।৮৯।।

বৈষ্ণব-যতিগণকে আহ্বান করিয়া নিজগৃহে ভোজন বা ভিক্ষা-প্রদানই গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের ধর্ম। সুতরাং শ্রীপুরীপাদকে গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের আদর্শরূপে গৌরসুন্দর স্বগৃহে ভিক্ষা-প্রদানরূপ ভোজন করাইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ বা আহ্বান করিলেন।।৯২।।

ঈশ্বরপুরীপাদ শচী-পাচিত কৃষ্ণপ্রসাদ ভিক্ষা-স্বরূপে গ্রহণ করিয়া শচীভবনস্থ বিষ্ণু-মন্দিরে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন।।৯৩।।

কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে তাঁহার চিদিন্দ্রিয়সমূহ জড়প্রায় পরিদৃষ্ট হইল। তিনি যেন সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত-রাজ্যে অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবায় প্রমত্ত হইলেন। বিমুখ বদ্ধ জীবের স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বয়—বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের উপলব্ধির বাধক। হরিকথায় তাদৃশ বাধা অতিক্রান্ত হয়।।৯৪।।

দীন-দোষ,—বদ্ধজীবগণ হরিবিমুখতা-ক্রমে স্বীয় সম্পত্তিরূপা সেবা-প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত। তজ্জন্য তাহারা—'দীন' বা 'কৃপণ'; 'ব্রাহ্মণ' নহে। মায়াবদ্ধ জীবকে বৈষ্ণবগণ স্বীয় সৌভাগ্য জ্ঞাপন করেন না। যাহারা লোক-দেখান বৈষ্ণবতার ছলনা করে, তাহাদিগের অভ্যন্তর—কপটতাপূর্ণ। সাধারণ-লোকের যোগ্যতার অভাব দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ নিজের ভজনমুদ্রা ও সেবা-প্রবৃত্তি তাহাদিগকে জানিতে দেন না। প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া প্রচার করায় 'শুদ্ধভক্ত' চিনিতে পারে না। প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রভৃতি শ্রীরায়-রামানন্দকে এবং নবদ্বীপ-নগরবাসিগণ শ্রীপুণ্ডরীক-বিদ্যানিধিকে প্রথমতঃ জড়-বিলাসপরায়ণ-জ্ঞানে অর্বাচীন দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। পরবর্তী ষোড়শ অধ্যায়ে আমরা দেখিতে পাইব যে, ঢঙ্গবিপ্র শ্রীঠাকুর-হরিদাসের অনুকরণ

অন্যদিন নিমাই-সমীপে নিজ-ব্যবহৃত ক্রিয়ার আত্মনেপদ-প্রয়োগ-বিচারণ ও সমর্থন—

সেই 'ধাতু' করেন 'আত্মনেপদী' নাম।
আর-দিনে প্রভু গেলে, করেন ব্যাখ্যান।।১১৮।।

''যে ধাতু 'পরস্মৈপদী' বলি' গেলা তুমি।
তাহা এই সাধিলুঁ 'আত্মনেপদী' আমি।।''১১৯।।

ভক্ত-সমীপে ভগবানের পরাজয় ও তদ্বাক্যাঙ্গীকার—

ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম-সন্তোষ।
ভৃত্য-জয়-নিমিত্ত না দেন আর দোষ।।১২০।।

স্বভক্তের নিত্যগৌরব বর্ধনই ভক্তবশ ভগবানের স্বভাব—

'সর্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভৃত্য-জয়।'
এই তা'ন স্বভাব সকল-বেদে কয়।।১২১।।

কিয়ন্মাস যাবৎ নিমাই পণ্ডিত-সহ পুরীর বিদ্যা-চর্চা—

এইমত কতদিন বিদ্যারস-রঙ্গে।
আছিলা ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র-সঙ্গে।।১২২।।

ভারতের সর্বত্র অতীর্থকে তীর্থীভূতকরণার্থ পর্যটনোদ্দেশে পুরীরপাদের প্রস্থান—

ভক্তি-রসে চঞ্চল,—একত্র নহে-স্থিতি।
পর্যটনে চলিলা পবিত্র করি' ক্ষিতি।।১২৩।।

করিতে গিয়াই সর্পদষ্ট ডঙ্ককর্তৃক প্রহৃত হইয়াছিল। প্রেমিক ভক্তগণ আপনাদিগের প্রেমোচ্ছ্বাস 'হাটে-বাজারে' বহির্মুখ সহজিয়াগণের নিকটে প্রদর্শন না করিয়া প্রাকৃত সহজিয়াগণ শুদ্ধভগবৎপ্রেমিক ভক্তকে 'বিষয়ী' প্রভৃতি সংজ্ঞায়-সংজ্ঞিত করিয়া অপরাধ-পঙ্কে ডুবিয়া মরে। জগতে এইরূপ কুপ্রথা প্রচলিত আছে বলিয়াই শ্রীপুরীপাদ বৈষ্ণবসন্ন্যাসী হইয়াও সন্ন্যাসি-বেষে স্বীয় প্রেমবিকার-চেষ্টাসমূহ প্রদর্শন করেন নাই।।৯৫।।

গোপীনাথ আচার্য—নবদ্বীপবাসী এবং বিদ্যানগর-নিবাসী মহেশ্বর বিশারদের জামাতা সার্বভৌমের ও বাচস্পতির ভগিনীপতি। কাহারও মতে, ইনি—ব্রহ্মার অবতার, যথা গৌঃ গঃ ৭৫ শ্লোক—''গোপীনাথাচার্য-নামা ব্রহ্মা জ্ঞেয়ো জগৎপতিঃ। নবব্যূহে তু গণিতো যস্তন্ত্রে তন্ত্রবেদিভিঃ।।'' কাহারও মতে, ইনি—ব্রজের রত্নাবলী সখী, যথা গৌঃ গঃ ১৭৮ শ্লোক—''পুরা প্রাণসখী যাসীন্নাম্না রত্নাবলী ব্রজে। গোপীনাথাখ্যকাচার্যো নির্মলত্বেন বিশ্রুতঃ।।'' পুরীপাদ, বৃদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনির অধস্তন বলিয়া চতুঃসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্রহ্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তজ্জন্য গুরু-গৃহে বাসরূপ অধস্তন বৈষ্ণবের ন্যায় নবদ্বীপে ব্রহ্মার অবতার গোপীনাথ ভট্টাচার্যের গৃহে কয়েকমাস বাস করিয়াছিলেন।।৯৬।।

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ নিজের রচিত অথবা সঙ্কলিত ''শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত'' নামক গ্রন্থখানি শ্রীগদাধরপণ্ডিত গোস্বামীকে স্নেহের পাত্র বালক-জ্ঞানে অধ্যয়ন করাইতেন।।১০০।।

শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভাষানিপুণ পণ্ডিত ও ভাষাজ্ঞান-রহিত, উভয়ই সমান। এতদুভয়ের মধ্যে যাঁহার কৃষ্ণ-সেবায় অধিক আগ্রহ আছে, তাঁহাকেই কৃষ্ণ অধিক দয়া করেন। সর্বজ্ঞ সর্বান্তর্যামী কৃষ্ণের বৈষম্য-দোষ নাই। ভক্তিহীন পণ্ডিতব্রুব ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে 'পণ্ডিত'-অভিমানে শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত ভাষায় দোষ দেখাইতে গিয়া স্বীয় মূঢ়তাই প্রকাশ করে। সরস্বতীপতি শ্রীভগবান্ তাদৃশ ভক্তদ্বেষী অপরাধী পণ্ডিতব্রুবগণের মূর্খতা পদেপদে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাহাতেই উহাদের 'পাণ্ডিত্য-গৌরব' খর্বতা লাভ করে। অদ্বয়জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বোধের অভাব হইতেই ভোগময় জড়-পাণ্ডিত্যের উদ্গার উত্থিত হয়; উহাই তাহাদের অস্বাস্থ্য ও পতনের কারণ।।১০৭।।

অন্বয়। মূর্খঃ (ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞঃ জনঃ শ্রীবিষ্ণোঃ প্রণাম-ক্রিয়ায়াং বিষ্ণায় (নমঃ ইতি) বদতি, ধীরঃ (তত্র পণ্ডিতঃ জনঃ) বিষ্ণবে (নমঃ ইতি) বদতি। তু (কিন্তু) উভয়োঃ (মূর্খ ধীরয়োঃ) পুণ্যং (প্রণামজন্য-সুকৃতবিশেষঃ) তু সমং (তুল্যম্ এবং ভবতি, যতঃ) জনার্দনঃ (শ্রীবিষ্ণুঃ) ভাবগ্রাহী (জীবানাং ভাবং হৃদয়গতং নিষ্কপট-ভজনপ্রযত্ন তারতম্যম্ এব গৃহ্ণাতি পশ্যতি, ন হি মূর্খত্বং ধীরত্বং বা অপেক্ষ্য পুণ্যফলদাতা ভবতীত্যর্থঃ)।।১০৮।।

অনুবাদ। মূর্খব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর প্রণামকালে 'বিষ্ণায়' (নমঃ, এইরূপ ব্যাকরণ-দোষযুক্ত অশুদ্ধ পদ) উচ্চারণ করিয়া থাকেন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি 'বিষ্ণবে' (নমঃ, এইরূপ শুদ্ধপদ) উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পরন্তু উভয়েরই প্রণামজনিত পুণ্য অর্থাৎ

শ্রীঈশ্বরপুরীর মিলন-সংবাদ-শ্রবণে কৃষ্ণপদ-প্রাপ্তি—

যে শুনয়ে ঈশ্বরপুরীর পুণ্যকথা।
তা'র বাস হয় কৃষ্ণপাদপদ্ম যথা।।১২৪।।

ঐকান্তিক গুরুসেবন-ফলে ঈশ্বর-পুরীপাদ—নিজগুরু মাধবেন্দ্র-পুরীপাদের সমস্ত কৃষ্ণপ্রেম-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী—

যত প্রেম মাধবেন্দ্রপুরীর শরীরে।
সন্তোষে দিলেন সব ঈশ্বরপুরীরে।।১২৫।।

কৃষ্ণপ্রসাদে গুরুপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ-প্রাপ্তির অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—

পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।
ভ্রমেন ঈশ্বরপুরী অতি-নির্ব্বিরোধে।।১২৬।।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান।।১২৭।।

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীমদীশ্বরপুরী-মিলনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ।

সুকৃতি-লাভ সমানই হইয়া থাকে, যেহেতু ভগবান্ শ্রীজনার্দন জীবের হৃদয়গত ভাব অর্থাৎ ভজন পরিমাণ-তারতম্যমাত্র গ্রহণ অর্থাৎ দর্শন করিয়া তদনুসারে ফল প্রদান করেন, (তাহার মূর্খত্ব বা পাণ্ডিত্যের প্রতি লক্ষ্য করেন না)।।১০৮।।

ধাতু—শব্দমূল, ক্রিয়া-বাচক প্রকৃতি; লটাদি দশটি বিভক্তি-দ্বারা কালাদি ভাবসমূহ অভিব্যক্ত করে। প্রত্যেক ধাতুর পুরুষত্রয়-বিচারে এবং বচনত্রয়-বিচারে কালাদিগত নবধাত্ব বর্তমান। কতকগুলি—আত্মনেপদী এবং কতকগুলি—পরস্মৈপদী; এতদ্ব্যতীত উভয়পদী ধাতুও আছে। পরস্মৈপদী-ধাতু—নবতি-বিভাগবিশিষ্ট এবং আত্মনেপদী ধাতুও তৎসংখ্যক বিভক্তিযুক্ত; উভয়প্রকার ধাতুর ১৮০ প্রকার বিভক্তি।

শ্রীপুরীপাদোক্ত শ্লোকস্থিত ধাতুবিশেষকে নিমাইপণ্ডিত 'আত্মনেপদী নহে' বলায়, ব্যাকরণের বিচার-ক্রমে পুরীপাদ উহাকে 'উভয়পদী' বলিয়াই নির্ণয় করিয়াছিলেন। সুতরাং তৎকর্তৃক আত্মনেপদ-প্রয়োগে বিশেষ কোন দোষ ছিল না।। ১১৪-১১৯।।

ঈশ্বরপুরীপাদ নবদ্বীপ-নগরকে পবিত্র করিয়া অন্যত্র কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মহাভাগবতের এইরূপ স্থানান্তরগমনকে সাধারণ প্রাকৃত মূঢ়ব্যক্তিগণ 'চাঞ্চল্য' বলিয়া মনে করেন। পরন্তু, যাঁহাদিগের কৃষ্ণসেবোৎকণ্ঠা প্রবল, তাঁহারা সাধারণ প্রাকৃত মূঢ়জীবের ন্যায় ইন্দ্রিয়তর্পণকর বিষয়ের প্রার্থী নহেন।।১২৩।।

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ কর্তৃক বিশ্রম্ভের সহিত নিজ গুরুদেব শ্রীমন্মাধবেন্দ্রপুরীপাদের ঐকান্তিক সেবন ও তৎকৃপা-লাভ,—চৈঃ চঃ অন্ত্য ৮ম পঃ ২৬-৩১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।।১২৫-১২৬।।

ইতি গৌড়ীয়ভাষ্যে একাদশ অধ্যায়